প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৯ ❖ ২৪ - ৩০ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সংখ্যা
'লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম' বিষয়ক

লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম : বহুবিধ কর্মসূচিতে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

প্রকৃতিও আমাদের ভাইবোনের মতো

জলবায়ু পরিবর্তন: কার্বন ফুটপ্রিন্ট

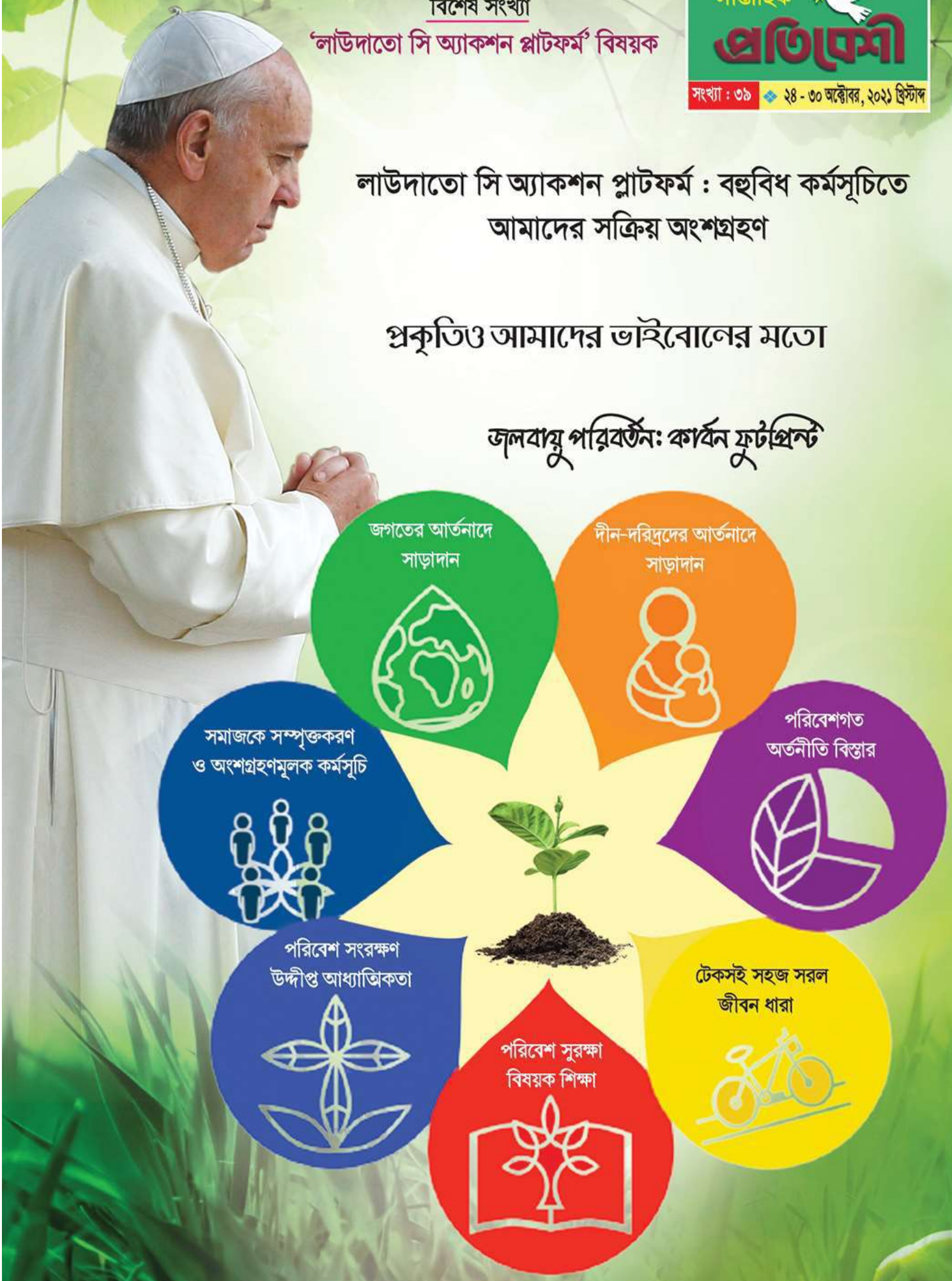

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত স্টেনিস্‌লাস্‌ সুশীল রড্রিক্স
জন্ম: ৬ জানুয়ারী ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: করান, নাগরী মিশন।

এসেছি সবাই অতিথি হয়ে,
পৃথিবীর এই রঙ্গ মঞ্চে,
চলে যেতে হবে শূন্য হাতে,
রয়ে যাবে সব এ ধরাতে

দেখতে-দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চিরবিদায়ের দুই বছর। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে। আমরা ভালবাসাভরে তোমাকে স্মরণ করি। আমাদের জন্য তুমি ছিলে সরলতা, ভালবাসা ও ধৈর্যের অফুরন্ত উৎস। তুমি আমাদের সর্বদা আশীর্বাদ কর।

তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়-
শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডাঃ ফ্লোরেন্স নিরুপমা পান্ডে
পুত্র : রিপন রিচার্ড রড্রিক্স
ও
রেমন্ড স্টানিস রড্রিক্স
কন্যা : ঝুমকী রিটা রড্রিক্স
করান, নাগরী মিশন

বিজ্ঞ/২৮৫/২১

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত এন্ড্রো গমেজ
জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত আগষ্টিন গমেজ
জন্ম : ৩ মার্চ, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জ্যোতির্ময় গমেজ
জন্ম : ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

'ওরা মহাঘুমে ঘুমিয়েছে, ভাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার, পথ করে দে সবার।।'

দেখতে দেখতে অনেক দিন হয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। তোমাদের অনুপস্থিতি এখনও আমাদের খুব কষ্ট দেয়। দাদু, তোমাদের না থাকার অভাব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তোমরা আমাদের মাঝে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। জানি স্বর্গে তোমরা খুব সুখে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরাও ভাল থাকতে পারি। তোমাদের আত্মার চির শান্তি কামনায়।

গুনগুন, ম্যাক, গুঞ্জন, পর্ণা, ইথান ও লিওনা
এবং পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/২৮৬/২০২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩৯
২৪ - ৩০ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৯ - ১৫ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রকৃতি-পরিবেশের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে পোপ ফ্রান্সিসের ‘লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম’ কর্মসূচী

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুন তারিখে তাঁর ২য় সর্বজনীন পত্র ‘Laudato Si - লাউদাতো সি: তোমার প্রশংসা হোক’ লিখেন আমাদের অভিন্ন বসতবাটী পৃথিবীর যত্ন দানের কথা বিবেচনায় এনে। তার এ পত্রে তিনি প্রকাশ করেছেন ঈশ্বরের সৃষ্ট অপরূপ প্রকৃতি ক্ষত-বিক্ষত ও বিকৃত হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের স্বার্থপরতা, উদাসীনতা ও অতিমাত্রায় ভোগ-বিলাসিতার কারণে। স্বার্থবাদী মানুষগুলোর কারণে পরিবেশ-প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নীরবে কাঁদছে, রাগে-দুঃখে ফুঁসছে। প্রকৃতি কখনো কখনো রুদ্ররূপ ধারণ করে তার কষ্টের কথা অনুধাবন করতে ভোগবাদী মানুষকে সুযোগ দান করে। পরিবেশ-প্রকৃতির এরূপ বৈরিতার রোষানলে গরীবদেরই কপাল পুড়ে বেশি। প্রকৃতির ও দরিদ্রদের এ আর্তনাদ পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলে। তাই তিনি বিশ্ব মানবতাকে জাগ্রত করতে ‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন সামাজিক পত্রটি রচনা করে প্রকৃতির যত্ন নিতে সকলকে আহ্বান করেন।

পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তন, প্রকৃতি-পরিবেশের যত্ন দান, কার্বণ নিঃসরণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য ফাণ্ড গঠন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পায়তারা করে শিল্প উন্নত ও প্রাধান্য বিস্তারকারী কয়েকটি দেশ। কিন্তু শুভবোধসম্পন্ন বেশিরভাগ দেশই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ও তা সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে যাচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় ‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন পত্রটির পঞ্চম বার্ষিকীতে পোপ ফ্রান্সিস ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিশ্বমণ্ডলীকে আহ্বান করেন যেন প্রকৃতির যথার্থ যত্ন দানের কাজ চলমান থাকে। তাই তিনি ঐ সময়েই ‘লাউদাতো সি’ সপ্তাহ ও বর্ষ ঘোষণা করেন। ‘লাউদাতো সি’ বর্ষ ঘোষণা দানের মধ্যদিয়ে তিনি জগতের মানুষকে সৃষ্টি উদ্‌যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সৃষ্টির কাজে অংশ নিতে সকলস্তরের মানুষের প্রতি অনুরোধ রাখেন। মানুষকে ভোগবাদ ও ব্যবহারবাদ ছাড়তে অর্থাৎ ‘ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি’ ত্যাগ করে ‘যত্নের সংস্কৃতিকে’ গ্রহণ করতে উদাত্ত আহ্বান করেন। আমরা যদি ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি সত্যিই ত্যাগ করতে পারি তাহলে প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষেরা অনেক উপকৃত হবে। প্রকৃতি ভারসাম্য ফিরে পাবে এবং বৈরিতা প্রকাশ করবে না। তবে প্রকৃতি ও দরিদ্রদের প্রতি আমাদের যে অবহেলা-অশ্রদ্ধা তা অনেকদিনের। প্রকৃতি, বিশ্বসৃষ্টি ও দরিদ্রদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা, সম্মান ও মনোযোগিতা ফিরিয়ে আনাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

আশার কথা যে পোপ মহোদয়ের চিন্তাধারার সাথে একাত্ম হয়ে জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন দেশ নিজদেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে প্রকৃতি-পরিবেশের যত্নের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে ১০ বছরব্যাপী ‘মুজিব প্রোসপারিটি প্লান’ নামক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। ভাতিকানের ‘মানব উন্নয়ন’ নামক পুণ্য দপ্তর পোপ ফ্রান্সিস এর আহ্বানে ‘লাউদাতো সি’ পত্রটির লক্ষ্যসমূহের সফলতা দান করতে আগামী ৭ বছর (২০২১-২০২৭ খ্রিস্টাব্দ) সময়কে ‘লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম’ ঘোষণা করেছে। এ সময়কালে ‘লাউদাতো সি’ পত্রটির লক্ষ্যসমূহ যথা- জগতের ও দীন-দরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান, পরিবেশগত অর্থনীতির বিস্তার, টেকসই সহজ-সরল জীবনধারা গ্রহণ, পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন এবং সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি গ্রহণের সাথে সকলকে একাত্ম হতে হবে। বিশেষভাবে পরিবার, ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ক্লাব, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ধর্মসংঘসমূহ ‘লাউদাতো সি’ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে নিজেদের পরিমণ্ডলে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ঘটাবে। প্রতিবছর নিজেদের বাড়ি ও ছাদে পরিকল্পিতভাবে কিছু বৃক্ষরোপণ করে যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে, প্লাস্টিকদ্রব্য সর্বোচ্চভাবে পরিত্যাগ করে, প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, চারিপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে, পরিমিতভাবে গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়ে আমরা প্রকৃতি ও মানুষের যত্ন নিতে পারি। প্রকৃতি আমাদের যত্ন পেলে ফলশালী হবে আর মানুষ তা যথার্থভাবে ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াবে।

প্রকৃতিকে আমাদের সবসময়ই যত্ন নিতে হবে। কেননা তা রক্ষনাবেক্ষণের ভার ঈশ্বর মানুষের উপরই দিয়েছেন। তবে ইতোমধ্যে স্বার্থের কারণে প্রকৃতি ও মানুষের বিরুদ্ধে আমরা যে অন্যায় করেছি তারজন্যে অনুতপ্ত হয়ে মনপরিবর্তন করি। ৭ বছরের ‘লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম’ বাস্তবায়নের এই দীর্ঘসময়ে প্রকৃতি ও দীনদরিদ্রদের যত্ন নিতে নিতে আমাদের মধ্যে যত্ন দানের একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠুক॥ †

যিশু তাকে বললেন, ‘যাও, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।’ আর তখনই সে চোখে দেখতে পেল, ও তাঁর অনুসরণে পথ চলতে লাগল। (মার্ক ১০:৫২)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

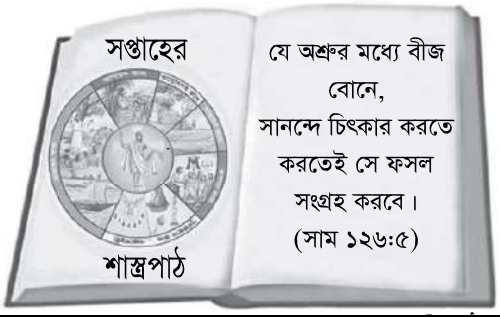

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৪ - ৩০ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৪ অক্টোবর, রবিবার
যেরেমিয়া ৩১: ৭-৯, সাম ১২৬: ১-৫, ৬, হিব্রু ৫: ১-৬, মার্ক ১০: ৪৬-৫২
বিশ্ব প্রেরণ রবিবার - দান সংগ্রহ করা হবে।

২৫ অক্টোবর, সোমবার
রোমীয় ৮: ১২-১৭, সাম ৬৮: ১, ৩, ৫-৬কখ, ১৯-২০, লুক ১৩: ১০-১৭

২৬ অক্টোবর, মঙ্গলবার
রোমীয় ৮: ১৮-২৫, সাম ১২৬: ১-৬, লুক ১৩: ১৮-২১

২৭ অক্টোবর, বুধবার
রোমীয় ৮: ২৬-৩০, সাম ১৩: ৩-৫, লুক ১৩: ২২-৩০

২৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
প্রেরিতদূত সাধু সিমোন ও সাধু জুড-এর পর্ব
এফেসীয় ২: ১৯-২২, সাম ১৯: ১-৪খ, লুক ৬: ১২-১৯

২৯ অক্টোবর, শুক্রবার
রোমীয় ৯: ১-৫, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০, লুক ১৪: ১-৬

৩০ অক্টোবর, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
রোমীয় ১১: ১-২ক, ১১-১২, ২৫-২৯, সাম ৯৪: ১২-১৩ক, ১৪-১৫, ১৭-১৮, লুক ১৪: ১ক, ৭-১১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৪ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৮৯৮ সিস্টার মেরিয়ানো গুকিন সিএসসি
+ ১৯৩৪ ফাদার যোসেপ্পে আর্মনস্কো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ মাদার জিন মসিন সিএসসি

২৫ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৫৬ সিস্টার ভার্তিল্লা পেলিগাতা এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৯ সিস্টার মেরী কার্মেল এসএমআরএ (ঢাকা)

২৭ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৩৩ সিস্টার এম প্যাসিয়েন্সিয়া লুডবিগ সিএসসি
+ ১৯৮৯ সিস্টার রজা সজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সিস্টার মেরী আলমা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৯ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৭৯ ফদার যোসেফ এম রিক সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ সিস্টার ইম্মাকুলেটা মিত্র এসসি (ঢাকা)

৩০ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৭২ সিস্টার এম ডেনিস পেরেরা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

কাথলিক মণ্ডলীতে কেন থাকব?

প্রসঙ্গে কিছু কথা - ২

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক পরিবারে আমার জন্ম। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণকালে ফাদার যাকোব ভুরা (গমেজ) নব-দম্পত্তিদের প্রতি উপদেশ- সাংসারিক জীবনে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য হলে দু'জনে একত্রে বসে আলোচনায় সত্যকথা প্রকাশে সমস্যা সমাধানে রোজারিমালা প্রার্থনা শেষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিছানায় যাবে। কত সুন্দর উপদেশ এবং নির্দেশনার জন্য ভক্তি ভরে শ্রদ্ধা জানাই ও আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

যুগের বিবর্তনে, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। শাস্ত্রের কথা: শস্যক্ষেতে কিছু আগাছা জন্মাবে। বর্তমানে নিড়ানি দেয়ার প্রয়োজন মনে করি।

প্রয়াত মেষপালক আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা মহোদয়ের মনের কথা "আমরা খ্রিস্টান। গরীব দুঃখী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। আপনাদের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আপনারাই পারেন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে।" কথা অনুসরণে মনে পড়ে মঠবাড়ি ধর্মপল্লীর মেয়ে আঞ্জেলা গমেজ নিজ প্রচেষ্টায় যশোর ধর্মপল্লীর গরীব দুঃখী মহিলাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাঁচতে শেখা" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিক্ষা এবং হাতে কলমে কারু শিল্প তৈরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান উচুঁ মহলের প্রশংসা কুড়ায়। বাংলাদেশের প্রথম খ্রিস্টান মহিলা আঞ্জেলা গমেজ সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ম্যানিলায় "ম্যাগাসাই" পুরস্কার প্রাপ্তিতে কাথলিক সমাজ আনন্দে আত্মহারা। জানামতে বর্তমানে স্কুল-কলেজ নির্মাণ কাজে ব্যস্ত। প্রার্থনায় তার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কথায় আছে: "কুপি বাতির নীচেই অন্ধকার"। লেখায় কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয় বরং ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সঠিক পদক্ষেপ গৃহীত হলে সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে। খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সভার ৪০ বছর পূর্তি উৎসব প্রতিবেদন-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ কলামে - (৩) "দারিদ্র্য বিমোচনে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা হোক এবং যেখানে নেই সেখানে গঠন করা হোক।" অপ্রিয় হলেও সত্য যে, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং ক্ষমতাবানদের কাজে তেমন কোন জবাবদিহিতা না থাকায় শুধু ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ও প্রচারে কোন সুফল আসবে না। লক্ষ্যণীয়- সবাই কথা বলে অথচ বাস্তবে প্রয়োগ নেই। এখানেই সমস্যা। দেখবে কে? আপনাদের উপদেশ দেয়ার মত ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে পাশে দাঁড়িয়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধনে যোগ্যতা আছে।

সুতরাং কাথলিক মণ্ডলীতে কেন থাকব? বিবেচনার ভার সম্মানিত পাঠকবৃন্দের উপর ন্যস্ত করিলাম।

পিটার পল গমেজ
মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে "লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম" এ সক্রিয় হওয়ার আহ্বানে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জগতের আর্তনাদ, দরিদ্রদের আর্তনাদ

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর ন্যায় ও শান্তি কমিশনের ঘোষণাপত্রটি গভীরভাবে অনুভব করছে- জগতের আর্তনাদ ও দরিদ্রদের আর্তনাদ যা নিশ্চিত করে যে, "আমাদের সকল মানুষের হৃদয়, মন এবং আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন দরকার"। এতে ধর্মগ্রন্থ, ধর্মতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা, জগতের প্রজ্ঞা এবং কোন দেশের প্রথম অধিবাসীদের জীবনধারা অনুধাবন করা হয়েছে। ঘোষনাপত্রটি ঐশতত্ত্বের অন্তর্নিহিত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়েপড়া ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণের প্রতি সাড়া দিয়ে সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করছে। ঘোষণাপত্রটি ত্রি-ব্যক্তি পরমেশ্বরের সৃষ্টির রহস্য অনুধ্যান; সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর পবিত্রতা; মননশীল দৃষ্টিতে সৃষ্টির বিস্ময় ও সৌন্দর্য উপলব্ধি এবং জীবনের রূপান্তর ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করছে।

ঘোষণাপত্রটিতে ন্যায় ও শান্তি কমিশন বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর পক্ষে বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টভক্তজনগণকে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস -এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে 'লাউদাতো সি' পত্রটির মৌলিক সাতটি লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমন্বিত পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের দিকে আগামী সাত বছরের (২০২১ থেকে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দ) যাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। 'লাউদাতো সি' পত্রটির সাতটি লক্ষ্যসমূহ হল- (১) জগতের আর্তনাদে সাড়াদান, (২) দীনদরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান, (৩) পরিবেশগত অর্থনীতি বিস্তার, (৪) টেকসই সহজ-সরল জীবনধারা গ্রহণ, (৫) পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা, (৬) পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন এবং (৭) সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ। সম্প্রতি পোপ মহোদয় বলেছেন- 'লাউদাতো সি' শুধু সবুজ প্রৈরিতিক পত্র নয়, বরং একটি সামাজিক প্রৈরিতিক পত্রও।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তরের নির্দেশনায় গোটা মণ্ডলীকে সাতটি কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- (১) পরিবার, (২) ধর্মপল্লী, (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৪) সংগঠন ও ক্লাব, (৫) সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, (৬) হাসপাতাল এবং (৭) ধর্মসংঘসমূহ ইত্যাদি। এই নির্দেশনা দেশের প্রথম আদিবাসীদের জীবনধারা অনুধাবন করতে; জগতের আর্তনাদ ও দরিদ্রের আর্তনাদে ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তি অনুধাবন করতে; এবং 'লাউদাতো সি'র লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৌলিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। সুতরাং বিগত দিন ধরে আমরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ আমাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সমন্বিত পরিবেশের যে ক্ষতি করেছি, তা পুনরুদ্ধারের জন্য আগামী সাত বছর ধরে অবিরত কর্মসূচি গ্রহণ করবো।

ঘোষণাপত্রটিতে ন্যায় ও শান্তি কমিশন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় সুপারিশ করছে- **প্রথমতঃ** আমাদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানব পরিবার ও আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছি তা অকপটে স্বীকার করে অকৃত্রিম অনুতাপ ও মনপরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন; **দ্বিতীয়তঃ** প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ছোটখাট আদান-প্রদানের গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ-সংক্রান্ত বাস্তবতার অবনতি রোধকল্পে বৃহত্তর কর্মপন্থা আবিষ্কার করা যেখানে সমাজের প্রচলিত 'ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতির' পরিবর্তে 'যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতির' দিকে যাত্রা করতে হবে। তারপর একটি ইতিবাচক মনোভাব অন্তরে নিয়ে 'ভালবাসার সভ্যতাকে' আদর্শ করে- সবাই ভাইবোন মনোভাব লালন, সহজ-সরল জীবনধারা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, উদ্দীপ্ত নির্জনধ্যান ও উপাসনা, ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আদিবনভূমি সংরক্ষণ, আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিমিত পরিবেশন ও ভোগ, অপচয়রোধ, ঋণ পরিশোধ, জৈবসুরক্ষা, বৃক্ষরোপণ, বাগান করা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা সুনির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা, প্রয়োজন মাফিক কেনাকাটা, প্লাস্টিক ব্যবহার হ্রাস, পলিথিন বর্জন, গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ পরিমিত ব্যবহার, সকল প্রকার দূষণ হ্রাস, পাট ও মোটা কাপড়ের ব্যাগ প্রচলন, শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী ও ধর্মীয় শিক্ষকদের মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা সেমিনার বিস্তার, প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক পুস্তিকা প্রস্তুত, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র ব্যবহার, ক্ষুদ্র সমাজভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু বিপর্যয়ে বাস্তুচ্যুত অভিবাসী-শরণার্থীদের গ্রহণ, মানবপাচারের শিকার ঝুঁকিপূর্ণ মানুষজনের প্রতি মনোযোগ, নৈতিক বিনিয়োগ ও নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ এবং লাউদাতো সি নেটওয়ার্কে যোগদান ইত্যাদি।

জগতের আর্তনাদ ও দরিদ্রের আর্তনাদ সাড়াদানের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাসমূহ আমাদের সামনে মোট সাত বছরের যাত্রা জুড়ে একটি কার্যকর শক্তি ও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে। আপনার ও আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকার অগ্রগতিসাধনের 'লাউদাতো সি'র লক্ষ্যভিত্তিক মৌলিক কার্যকর পদক্ষেপসমূহ ব্যাপকভাবে প্রশংসা করা হবে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে "লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম" পালন সফল হউক, সার্থক হউক।

ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ, সিএসসি
সেক্রেটারি
ন্যায় ও শান্তি কমিশন, সিবিসিবি

বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি
সভাপতি
ন্যায় ও শান্তি কমিশন, সিবিসিবি

লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম : বহুবিধ কর্মসূচিতে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

ড. ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

১. ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর আহ্বানে 'লাউদাতো সি' পত্রটির লক্ষ্যসমূহ সফলতা দান করতে আগামী ৭ বছর (২০২১-২০২৭ খ্রিস্টাব্দ) সময়কে "লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম" ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে এবছর থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে ধরিত্রীর বাস্তুতন্ত্র অর্থাৎ "প্রকৃতি-পরিবেশ পুনরুদ্ধার দশক" (২০২১-২০৩০ খ্রিস্টাব্দ) কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উদ্যোগে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে ১০ বছরব্যাপী 'মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্লান' নামক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। অন্যদিকে এসময় জনগণ পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব সম্মিলনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটি অক্টোবর ১১-২৪ তারিখে চীনে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত 'জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শীর্ষ-বৈঠক' 'কপ-১৫' (COP15); অপরটি আগামী নভেম্বর ১-১২ তারিখে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শীর্ষ-বৈঠক' 'কপ-২৬' (COP26)। সকলে আশা করছি আমাদের অভিন্ন বসতবাটি রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার্থে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উত্তম কিছু দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবেন যাতে জরুরীভিত্তিতে অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধারে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তর আশা করছে কাথলিক খ্রিস্টভক্তগণ প্রকাশ্যভাবে অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধারের বিষয়টি বিশ্ব সম্মিলনে নিজেদের মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করবে। এ জন্য 'সুস্থ ধরিত্রী, সুস্থ জনগণ আবেদন' সংযুক্ত পত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহে 'লাউদাতো সি মুভম্যান্ট' ও জোটসমূহ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এসময়ে খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণের হয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরে প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করা এবং তাদের পক্ষে অ্যাডভোকেসি করা। এবছর একদিকে করোনাভাইরাস মহামারি এবং অন্যদিকে জলবায়ু বিপর্যয় সংকট ভাবনা নিয়ে 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' পালন করেছি। অনেকেই অন্তরে তাগিত অনুভব করেছে- আমাদের এখনই কাজে নামতে হবে। এ পর্যন্ত যারা বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তাদের উদ্যোগসমূহ সৃষ্টিকর্তার পবিত্র সৃষ্টি সুরক্ষার পবিত্র কাজ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

২. সামনে ৭ বছর 'লাউদাতো সি' সর্বজনীন পত্রটির ৭টি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। লক্ষ্যসমূহ হল- **ক)** জগতের আর্তনাদে সাড়াদান, খ) দীনদরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান, গ) পরিবেশগত অর্থনীতি বিস্তার, ঘ) টেকসই সহজ-সরল জীবনধারা, ঙ) পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা, চ) পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা এবং ছ) সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তরের নির্দেশনায় গোটা মণ্ডলীকে সাতটি কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- পরিবার, ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ক্লাব, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং ধর্মসংঘসমূহ ইত্যাদি। প্রথম বছর (২০২১ খ্রিস্টাব্দ) নিজ নিজ অবস্থানে পরিকল্পনা গ্রহণের কাল, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ বছর (২০২২ থেকে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ) হল কর্মসম্পাদন কাল এবং সপ্তম বছর (২০২৭ খ্রিস্টাব্দ) হবে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল। সুতরাং এত দিন ধরে আমরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ আমাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সমন্বিত পরিবেশের যে ক্ষতি করেছি, তা পুনরুদ্ধারের জন্য আগামী ৭ বছর ধরে 'লাউদাতো দি অ্যাকশন প্লাটফর্ম' এ সম্পৃক্ত হয়ে অবিরত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তরের প্রধান কার্ডিনাল পিটার টার্কসন বলেছেন- 'লাউদাতো সি' সর্বজনীন পত্রটি প্রকাশিত হওয়া থেকে আজ অবধি জগতের ও দীনদরিদ্র্যদের আর্তনাদ দিন দিন আমাদের কাছে আরও হৃদয় বিদারক হয়ে উঠেছে। 'লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম' বহুমাত্রিক সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়ে সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণের দিকে সাত বছরের যাত্রা। কার্ডিনাল আরো বলেছেন- এই সাতটি বছর হবে সক্রিয় কর্মসূচিভিত্তিক একটি যাত্রা, তবে এখন আগের চেয়ে আরো বিস্তর কাজ করার সময়; সুনির্দিষ্ট বহুমাত্রিক সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণের সময় এখনই। একটি দেশের প্রথম অধিবাসীদের কথা শুনতে; জগতের আর্তনাদ ও দরিদ্রের আর্তনাদে ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তি অনুধাবন করতে; এবং 'লাউদাতো সি'র লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে নিজেদের অবস্থানে থেকে মৌলিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। এভাবে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থেকে নিজেরা বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে একযুগে বাস্তুতন্ত্রের বা প্রকৃতি-পরিবেশের রূপান্তরশীল পরিবর্তন আনয়ন করতে সচেষ্ট থাকতে পারবো। সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে যেখানে পরিচালনা পর্ষদ, ওয়ার্কিং গ্রুপ ও অভিজ্ঞ কলাকুশলীবৃন্দ একত্রে কাজ করবে। এ পদক্ষেপের তিনটি বলিষ্ঠ স্তম্ভ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- প্রথমতঃ ক্ষুদ্রসমাজ গঠন, দ্বিতীয়তঃ সম্পদ সহভাগিতা ও তৃতীয়তঃ লাউদাতো সি কর্মপরিকল্পনা। কাথলিক কর্মনীতি- দেখা, বিশ্লেষণ করা ও কাজ করা প্রক্রিয়া থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে প্রথমে অভিজ্ঞতাসমূহ অনুধাবন করা, তারপর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন বা পর্যালোচনা করা এবং পরিশেষে কর্মসম্পাদন করতে হবে।

৪. ভাতিকানের ও মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তরের সেক্রেটারি মন্সিনিয়র ক্রুনো মারি দোফে বলেছেন- আমরা বিশপদের এবং মাণ্ডলিক সংস্থাসমূহকে এ বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে নিজস্ব বিবৃতি প্রকাশ করতে উৎসাহিত করছি। করোনাভাইরাস মহামারির এ অবরুদ্ধ সময়ে নিজের অবস্থানে থেকে আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার জন্য কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণভাবে 'লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম' কর্মপ্রক্রিয়ায় জড়িত হতে পরিকল্পনা করতে পারি। ধরিত্রীর যত্ন নেওয়া,

তত্ত্বাবধান করা, সুরক্ষা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমরা সবাই যার যার নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা, আত্মনিয়োগ ও মেধা অনুসারে জড়িত হয়ে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হিসেবে সহযোগিতা করতে পারি (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ১৪)। ভাতিকানের ও পরিবেশ ও সৃষ্টি নামক দপ্তরের সমন্বয়কারী ফাদার যোসট্রময় আইজাক কুরিথাডাম বলেছেন- আমাদের অভিন্ন বসতবাটির এবং সৃষ্টির সমস্ত সদস্যদের প্রতি যত্নবান হতে পবিত্র আত্মা কীভাবে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করছে এটি দেখতে অনুপ্রেরণাদায়ক; লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম হল সমন্বিত পরিবেশ বিষয়ক চেতনায় পুরোপুরি টেকসইয়ের অভিমুখে যাত্রা।

৫. পোপ মহোদয় সম্প্রতি তাঁর এক ধর্মোপদেশে বলেছেন- 'লাউদাতো সি' শুধু সবুজ পত্র নয়, এটি সামাজিক পত্রও। আমরা সকলে বহুবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। অভিন্ন বসতবাটির পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পোপ মহোদয় ৬টি করণীয় উপায় উল্লেখ করেছেন। আমাদের অভিন্ন বসতবাটির ক্রমবর্ধমান সংকটগুলির গভীর মূল কারণসমূহের সমাধান খুঁজতে গিয়ে লাউদাতো সি পত্রটির দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমন্বিত পরিবেশ পুনর্মূল্যায়ন, পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের ৬টি উত্তম করণীয় উপায় বা সমাধান সুপারিশ উপস্থাপন করে বিশ্বের সকল জনগণকে আলোকিত করেছেন যা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. সৃষ্টির মঙ্গলবার্তা সকলের অন্তরে লালন-পালন - সুসংবাদ হল ঈশ্বর যিনি শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি পৃথিবীতেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন এবং সব ধরনের অমঙ্গলকে পরাজিত করে বিশ্বজগৎ নবায়ন করতে পারেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথম বিবরণীতে (আদিপুস্তক ২য় অধ্যায়) ও মানব পরিত্রাণ পরিকল্পনায় তিনি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন; সুতরাং পরিবেশ ও প্রতিবেশীর যত্ন নেওয়া, সুরক্ষা করা, তত্ত্বাবধান করা, ফলশালী (কর্ষণ) করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাটা ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের প্রাপ্ত দায়িত্ব; এই অসাধারণ দায়বদ্ধতা অন্তরে লালন করতে বলা হয়েছে;

খ. সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান- এখন জীবজগৎ ও মানবসমাজের টিকে থাকা নিয়ে অনুধ্যান ও পর্যালোচনা অপরিহার্য; এখানে নতুন ধারার ন্যায্যতা বলতে পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে মানুষ, পরিবার, কাজ ও নগরায়ন বিষয়সমূহ আলাদা নয় বরং সবকিছুই পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং পরিবেশগত বিপর্যয় সমাধানকল্পে গৃহীত সমন্বিত কৌশলের মধ্যে থাকতে হবে দারিদ্র্য মোকাবিলায় মানবিক ও সামাজিক দিকসমূহ;

গ. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষার্থে সংলাপ– পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে হলে স্বচ্ছ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসরণ প্রয়োজন যেখানে অবাদে মতামত বিনিময় করা যায়; মণ্ডলী কখনও বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান দিতে বা রাজনীতির বিকল্প হিসেবে কোন প্রস্তাব দিতে পারে না, তবে একটি সত্যনিষ্ঠ ও উন্মুক্ত মতামতের আশ্রয় নেওয়াকে উৎসাহিত করে যাতে বিশেষ কোন স্বার্থবাদী মহল বা মতবাদ সর্বসাধারণের মঙ্গল বিষয়ক পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে না পারে;

ঘ. পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা প্রদান– স্কুল, পরিবার, যোগাযোগ মাধ্যমে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের সহজ সরল অঙ্গভঙ্গি, ভদ্র আচরণ, সহভাগিতামূলক জীবন ও শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে; অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মনোভাব কাটিয়ে উঠতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতা যাদের আছে তাদেরও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে;

ঙ. পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তরিক মনপরিবর্তনের প্রয়োজন- প্রথমত: আমাদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানব পরিবার ও আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছি তা অকপটে স্বীকার করে অকৃত্রিম অনুতাপ ও মনপরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন; **দ্বিতীয়ত:** প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রায় ছোটখাট আদান-প্রদানের গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ-সংক্রান্ত বাস্তবতার অবনতি রোধকল্পে বৃহত্তর কর্মপন্থা আবিষ্কার করা যেখানে সমাজের প্রচলিত 'ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতির' পরিবর্তে 'যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতির' দিকে যাত্রা করতে হবে। আবর্জনা এখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলে অপরিচ্ছন্ন-অস্বাস্থ্যকর নর্দমা তৈরি করেছি; গাছ রোপনে অবহেলা করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছি; বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ করে ফেলেছি; প্রতিনিয়ত প্রচুর পানি অপচয় করছি, এভাবে প্রকৃতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক ক্ষতি ইতোমধ্যে করেছি; এসব স্মরণ করে অনুতপ্ত ও মন-পরিবর্তন করে প্রকৃতি ও প্রতিবেশীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে; আসিসির সাধু ফ্রান্সিসকে পরিবেশ সুরক্ষার একজন উৎসাহী ও উদ্যোগী আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর মত কৃতজ্ঞতা, উদারতা, সৃজনশীলতা, উদ্যোগ ও উৎসাহ আমাদের অন্তরে লালন করতে পরামর্শ দিয়েছেন; এবং

চ. বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক একাত্মতা প্রকাশ ও সাড়াদান- পত্রটির শেষে দুটি প্রার্থনা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কীভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। পরিশেষে তিনি বলেছেন- সবকিছুই (ঈশ্বরের সাথে, প্রতিবেশী মানুষের সাথে ও সকল সৃষ্টজীবের সাথে) পারস্পরিক বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ; সৃষ্টিকর্তা আমাদের শেখাতে পারেন- কিভাবে সেবাযত্ন নিতে হয়, কিভাবে পরিশ্রম করতে হয় এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন পন্থা খুঁজে পেতে তিনি প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দান করেন।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এক বার্তায় জোর দিয়ে বলেছেন- আসুন, একসাথে কাজ করি, কেবলমাত্র আমরা এইভাবেই আমাদের ভবিষ্যতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও টেকসই ধরিত্রী গড়তে সক্ষম হবো, এটাই আমাদের আশা। পোপ মহোদয় বার্তায় অভিন্ন বসতবাটির যত্নের তাঁর আবেদনটি 'পুনর্বীকরণ' করে বলেন- "আসুন আমরা আমাদের মাতৃভূমির যত্ন নিতে এগিয়ে আসি; আসুন, আমাদেরকে সম্পদের শিকারী করে তোলে এমন স্বার্থপর প্রলোভনকে কাটিয়ে উঠি; আসুন, পৃথিবী এবং সৃষ্টির উপহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই; আসুন, আমরা এমন একটি জীবনযাত্রা এবং এমন একটি সমাজের উদ্বোধন করি যা শেষ পর্যন্ত পরিবেশ বান্ধব ও পরিবেশ-টেকসই হয়। সবার জন্য আরও একটি সুন্দর ভবিষ্যত উপহার দিতে আমাদের সুযোগ রয়েছে। পিতা ঈশ্বরের নিকট থেকে আমরা একটি সুন্দর বাগান পেয়েছি, আমাদের সন্তানদের জন্য আমরা একটি মরুভূমি রেখে যেতে পারি না।" ধরিত্রীর নিরাময়ে ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তরের এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে আগামী ৭ বছর সময় সক্রিয়ভাবে সাথে থাকি। আসুন, একসাথে, একত্রে আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহ অবিরত চালিয়ে এবং আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধারে বৃহত্তর কর্মপন্থা আবিষ্কার করি; **'আমরা সবুজ, আমরা সুন্দর'** থাকি॥

প্রকৃতিও আমাদের ভাইবোনের মতো

সাগর কোড়াইয়া

আসিসি নগরের সাধু ফ্রান্সিস সূর্যকে ভাই ও চন্দ্রকে বোন বলে আখ্যায়িত করার মধ্যদিয়ে সমগ্র প্রকৃতিকেই ভাইবোনের সাথে তুলনা করেছেন। সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কখনো নিজের ভাইবোনের ক্ষতি করতে পারে না। যদি তাই হয় তবে পৃথিবীর মানুষ যেন দিনকে দিন অসুস্থ মস্তিষ্কেরই হয়ে উঠছে। আসলেই আমরা অসুস্থ মস্তিষ্কের হয়ে উঠছি! আমাদের ভাইবোনের সমতূল্য এই প্রকৃতি আজ নানাভাবে ধর্ষিত। ধর্ষণের ফল নানাভাবে দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর আকাশ থেকে শুরু করে পাতাল পর্যন্ত সব স্থানের অবস্থা আজ সঙ্গীণ। আমাদের এলাকায় যে বড়াল নদকে ছোটবেলা থেকে প্রাণপূর্ণ দেখেছি সে নদ আজ মৃতপ্রায়। দখলের বানিজ্যে বড়াল হারিয়ে যাবার পথে। কয়েকদিন পূর্বে দেখি মিশন ব্রিজের উত্তরপাশে নদের একপাশ ভরাট করে দোকান তোলার প্রচেষ্টা। দেখার কেউ নেই। সবাই যার যার আখের গোছাতে ব্যস্ত। এটি একটি নদীর চিত্র মাত্র; এ রকম বহু চিত্রের কারণে বাংলাদেশের 'নদীমাতৃক' উপাধি হারিয়ে যাবার পথে।

বর্তমান বিশ্বের আলোচিত বিষয় করোনা ভাইরাসও আজ ধর্ষিতা প্রকৃতির ফল। মানুষের আঙ্গুলফুলে কলাগাছ হওয়ার বাসনাই মানুষকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে তা মানব সভ্যতাকে একটা হুমকীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে ধরিত্রী আজ প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে মানবজাতির উপর। স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে ধর্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশের মাটি, পানি ও বায়ু। ফলে দিনে দিনে বাংলাদেশের জলবায়ু দ্রুততর উষ্ণতায় রূপান্তরিত হয়ে জনগণ, প্রাণীজগৎ, দেশের ভৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশের জন্য নানা সমস্যা বয়ে আনছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তদ্রুপ এ থেকে উত্তরণের উপায়ও খুঁজে ফিরছে সবাই। জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের যুগোপযোগী প্রৈরিতিক পত্র "লাউদাতো সি" বা "তোমারই প্রশংসা" আশার সঞ্চার জাগাচ্ছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারসহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠী নিজ নিজ পর্যায় থেকে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপর যে প্রভাব পড়ছে তা মোকাবেলায় অতিশীঘ্র আরো উপায় অবলম্বন করাই সময়ের চাহিদা। ভৌগলিক, জনসংখ্যার আধিক্য ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার কারণে বাংলাদেশ একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার চ্যালেঞ্জও এখানে বেশী। আমাদের দেশের জলবায়ু পরিবর্তনে যে প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা মোকাবেলায় নিজস্ব পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে যার যার অবস্থানে থেকে উদ্যোগী হয়ে সময়োচিত দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের "লাউদাতো সি" বা "তোমারই প্রশংসা" নামক প্রৈরিতিক পত্রের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র খ্রিস্টমণ্ডলীও ইতিমধ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে- যা প্রশংসার দাবি রাখে! মুজিব শতবর্ষে পুণ্যপিতার এই প্রৈরিতিক পত্রের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর ৪০০,০০০ বৃক্ষরোপণ; এছাড়াও ব্যক্তি, দল-গোষ্ঠি, সংঘ-সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ বাংলাদেশকে একটু হলেও সবুজে পরিণত করবে। শুধুমাত্র "লাউদাতো সি" বা "তোমারই প্রশংসা" বর্ষ শেষ হয়ে গেলেই যে সমস্ত কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে পড়বে তা কাম্য নয় বরং এর রেশ যেন চলমান থাকে। আর সে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর সবাই যার যার অবস্থানে থেকে নানা ধরনের কাজ করতে পারে বলে মনে করি। শুধুমাত্র বৃক্ষরোপণই নয় বরং প্রকৃতিকে ভাইবোনের মতো গ্রহণ করে একে যত্নের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই কোন না কোন সংঘ-সমিতি রয়েছে- বিশেষভাবে পালকীয় পরিষদ, ক্রেডিট ইউনিয়ন, বিসিএসএম, ওয়াইসিএস, যুব সংঘ, সেবক সংঘ, মারীয়া সেনা সংঘ, কুমারী মারীয়ার সংঘ, ক্ষুদ্র পুষ্প সংঘ, এসভিপি, প্রভাত তারা সংঘসহ আরো বিভিন্ন সংঘ-সমিতি যারা স্ব-উদ্যোগে "লাউদাতো সি" বা "তোমারই প্রশংসা" প্রৈরিতিক পত্রটির শিক্ষা বাস্তবে রূপদান করতে পারে।

উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের বরেন্দ্রভূমি আজ যে সবুজের চাদরে মোড়ানো তার পিছনে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর বড় ভূমিকা রয়েছে। এক সময় বরেন্দ্রভূমি ছিলো ধূ-ধূ মরুভূমির মতো; এ এলাকায় সবুজায়নে কারিতাস, ওয়ার্ল্ডভিশন, মিশনারী বিদেশী ও দেশীয় খ্রিস্টান পুরোহিতদের অবদান অতুলনীয়। যেখানেই জায়গা পতিত ছিলো সবুজের চাদরে ঢেকে গিয়েছে সে স্থান। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের "লাউদাতো সি" বা "তোমারই প্রশংসা" প্রৈরিতিক পত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই ব্যক্তিগত, দলগত, সংঘ-সমিতিগতভাবে রাস্তা, নদী ও পতিত জমিতে গাছের চারা রোপন করতে পারেন। বর্তমানে বজ্রপাতকে বাংলাদেশে দূর্যোগ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। গবেষকগণ বলছেন, দেশ থেকে বৃহদাকার বৃক্ষগুলো কেঁটে ফেলার কারণে বজ্রপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বজ্রপাত থেকে বাঁচতে তালগাছ নাকি অনেকাংশে সাহায্য করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে দিনকে দিন তালগাছের সংখ্যা কমে আসছে। যেহেতু সবেমাত্র তালপাকা বা খাওয়ার ঋতু শেষ হয়েছে তাই বাড়ির আঙ্গিনা বা অন্যান্য স্থানে তালের বীজ বা আটি রোপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সব বয়সী ব্যক্তিবর্গ সমবেত বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ তালবৃক্ষরোপণ সম্পন্ন করতে পারেন। আমার জানা মতে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর সংঘ-সমিতি স্ব-উদ্যোগে এ কাজ সম্পন্ন করেছে। শুধুমাত্র বৃক্ষরোপন নয়; পাশাপাশি প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলার রীতি যেন স্বাভাবিক। বিশেষভাবে শহরাঞ্চলের অবস্থা তো বড়ই দুঃসহনীয়! দিনে দিনে গ্রামঞ্চলগুলোও যেন ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে। বলা হচ্ছে গ্রাম হবে শহর; আর গ্রাম শহর হলে গ্রামের রূপ যাবে হারিয়ে। বরং গ্রামকে গ্রামই রাখা উচিত আর শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রামে বিকেন্দ্রীকরণ হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃতি ও পরিবেশের ময়লা-আবর্জনা দূরীকরণে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন দল, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান সন্মিলিত উদ্যোগ নিতে পারে।

প্রথমত মানুষের মাঝে এই বোধ জাগ্রত করতে হবে যে ময়লা-আবর্জনা পরিবেশকেই শুধুমাত্র দূষিত করে না। পাশাপাশি এতে করে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ায়।

বাংলাদেশের মিশনারী স্কুলগুলো প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষায় কাজ করছে। জানা মতে, এক মিশনারী স্কুলের পাশে নদীর ব্রিজ থেকে নামতেই গর্ত ও খানাখন্দ। স্থানীয় প্রশাসনের চোখ ছিলো বন্ধ! দূর্ঘটনা ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অবশেষে মিশনারী স্কুলের ছাত্ররা মিলে সে খানাখন্দ ঠিক করে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ছাত্ররা প্রধান শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে। আর পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের "লাউদাতো সি" বা "তোমারই প্রশংসা" প্রৈরিতিক পত্রে বলা হয়েছে- আমাদের নির্বুদ্ধিতায় পরিবেশের সাথে সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়; আর এখানে ছাত্ররা সমাজ তথা মানুষের ক্ষতি লাঘবে উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। দেশের বিভিন্ন মিশনারী স্কুলগুলো এ ধরণের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস বিশ্বের প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, জলবায়ু কোন আঞ্চলিক বিষয় নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সারাবিশ্বেই প্রভাব বিস্তার করছে। তবে উন্নত দেশগুলোর অযাচিত পরিবেশ দূষণের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্ষতির শিকার হচ্ছে বেশি। তাই জলবায়ু মোকাবেলায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে একইভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান পুণ্যপিতার কণ্ঠে। প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা বিশ্ব সম্প্রদায়ের একটি সাধারণ বৈশ্বিক দায়। কয়েক দশক যাবৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে বাংলাদেশের অবস্থান। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগের সন্মুখীন হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর "চ্যাম্পিয়ান অফ দ্য আর্থ" পুরস্কার লাভ আগামী দিনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তবে জলবায়ুর প্রভাব রোধে এখনো আরো অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব জরুরী। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র "লাউদাতো সি" বা "তোমারই প্রশংসা" দ্বারা প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তকে আলোকিত হতে হবে। এই পত্রের প্রতিটি বাণীই যে বিশ্ব ও সমাজকে বাঁচাতে পারে তা নিসন্দেহে বলে দেওয়া যায়। তবে সবাইকে একই পতাকাতলে এসে দাঁড়াতে হবে। একক প্রচেষ্টায় হয়তোবা কিছুটা কাজ করা সম্ভব তবে সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বৃহৎ উপকার বয়ে নিয়ে আসবে। মণ্ডলীর বিভিন্ন সংঘ-সমিতি জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর দিকগুলো সম্বন্ধে জনগণকে অবহিতকরণ ও তাদের মধ্যে দৃঢ় সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে এবং কর্মপন্থা বাস্তবায়ন করতে পারলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা কিছুটা হলেও সম্ভব। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বনায়নের মাধ্যমে প্রায় সব ধরণের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দূর করা যায়। তাই মানুষেরই যে উন্নয়ন মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে আত্মঘাতী হতে প্রেরণা দেয় তা বর্জন করে বিশ্ববাসীর জন্য নিরাপদ ও উষ্ণতামুক্ত জলবায়ু সরবরাহ করাই আমাদের অঙ্গীকার। সর্বোপরি- আমাদের প্রত্যেককেই অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রকৃতিও আমাদের ভাইবোনের মতো!

সপ্তদশ মৃত্যুবার্ষিকী

"ও যে মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে
ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ
করে দে সবার"।

হিউবার্ট গমেজ
জন্ম : ২৮.০৬.১৯৪৪
মৃত্যু : ২৬.১০.২০০৪

বাবা,
আমাদের সকল কাজে,
সকল প্রার্থনায়,
তুমি থাকবে চিরকাল।

পরিবারের পক্ষে,

সুপর্ণা এলিস গমেজ
এবং
পিউস রোজারিও

স্ত্রী : মালঞ্চ গের্ট্রুড গমেজ
মেয়ে-মেয়ে জামাই : অপর্ণা এ্যানি গমেজ-জেমস রবার্ট গমেজ
ছেলে-ছেলে বউ : সঞ্চয় চার্লস গমেজ-জ্যোতি গমেজ
নাতি-নাতনী : উপাসনা, ফ্র্যাঙ্কলিন, মায়া, হৃদ ও শঙ্খ
ক-১১৬/১৯/২, দক্ষিণ মহাখালী, গুলশান ঢাকা-১২১২

বিজ্ঞ/২২০/২১

দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আগামী ১২ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ; রোজ: শুক্রবার; সকাল ৯টায় সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

ডেনিস আলেকজান্ডার কস্তা
চেয়ারম্যান , ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

তমাল আগষ্টিন কস্তা
সেক্রেটারী, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১, (২০০২ খ্রিস্টাব্দে ও ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী/অন্যান্য বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(খ) সকাল ৮টা হতে ৯:৩০মিনিটের মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীতে আর্কষনীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে।

(গ) সকাল ৮টা হতে ৯:৩০ মিনিটের মধ্যে নাম রেজিস্ট্রেশন করে খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে হবে। ১০টার পর আর কোন রেজিস্ট্রেশন করা হবে না।

বিজ্ঞ/২৮৭/২১

জলবায়ু পরিবর্তন: কার্বন ফুটপ্রিন্ট

অর্পা কুজুর

বর্তমান পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বাড়ছে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের গতিশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সভ্যতার বিকাশ এখন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সভ্যতার এই বিকাশ ঘটাতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতির উপর দারুনভাবে আঘাত করছে। বলা যেতে পারে যে মারাত্মক ধ্বংসযোগ্য শুরু করেছে। প্রাচীন কালে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল কিন্তু মানুষ যখন থেকে সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে তখন থেকেই প্রকৃতির উপর আঘাত হানতে শুরু করেছে। অবলীলায় গাছ কাটছে এবং নিষ্ঠুরভাবে প্রাণীকুলের ধ্বংস করে চলছে। বড় বড় অট্টালিকা তৈরী করতে গিয়ে বন, নদী, সাগর পাহাড় কোন কিছুই ধ্বংস করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এর ফলে বেড়ে চলেছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা। আমাদের বর্তমান বাসযোগ্য পৃথিবী প্রতিনিয়ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে রয়েছে। মানুষের জীবন জীবিকা এখন চরম হুমকির মুখে। আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষ কিন্তু প্রকৃতির অংশ এবং পুরোপুরিই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ হলো মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন দরকার এবং মানুষ তা প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করে। মানুষ পানি না খেয়ে এক ঘন্টা দু'ঘন্টা বা একদিন বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না। আমরা মানুষ, প্রাকৃতিক উৎস থেকে খাবার সংগ্রহ করি। মাটি, পানি বায়ু, সূর্যের তাপ, গাছপালা সবই আমাদের পরিপূরক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার ব্যাপক বিকাশের কারণে যদি প্রকৃতি ধ্বংস হয় তাহলে মানুষও ধীরে ধীরে তার অস্তিত্ব হারাবে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সভ্যতার গাণিতিক বিকাশ এবং সেইসাথে মানুষের বিলাসবহুল জীবন যাপন এবং ধনী হওয়ার অসম প্রতিযোগিতাই কার্বন ফুটপ্রিন্টকে বৃদ্ধি করছে। এরফলে পৃথিবীর জলে স্থলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতি তার স্বাভাবিক গতি হারাচ্ছে। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকুলের জীবন জীবিকা এখন বিপন্ন। কার্বন ফুটপ্রিন্টকে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই কার্বন বা কার্বনডাই অক্সাইড সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা দরকার।

কার্বনডাই অক্সাইড হলো একটি জৈব যৌগিক পদার্থ। কার্বন মাটি, পানি, বায়ু ও তাপ সকল কিছুর সাথে মিশে থাকতে পারে। এটি রং গন্ধবিহীন অন্যতম শক্তিশালী রাসায়নিক উপাদান। অন্যদিকে কার্বনডাই অক্সাইড খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রিনহাউজ গ্যাস যা পৃথিবীর কাছাকছি তাপকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। সূর্যের তাপ থেকে প্রাপ্ত শক্তিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। কার্বনডাই অক্সাইড না থাকলে পৃথিবীর সবকিছুই হীমশীতল হয়ে যেত বা পৃথিবীর সবকিছু ঠাণ্ডা থাকত। কার্বনডাই অক্সাইড ছাড়াও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আরো অনেকগুলি গ্রিনহাউজ গ্যাস বিরাজমান যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আরগন, জলীয় বাষ্প, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন আবার বিভিন্ন ধরনের ধুলিকণাসহ আরোও অনেক গ্যাস প্রকৃতির মধ্যে বিরাজ করছে। এসব গ্রিন হাউজ গ্যাস ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার উচ্চতায় বাতাসের মধ্যে বিরাজ করে যা আমরা কখনই খালি চোখে দেখি না কিন্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে এসব গ্যাসের উপস্থিতি বোঝা যায়। এসকল গ্রিনহাউজ গ্যাস যখন স্বাভাবিক অবস্থায় এবং মাত্রানুযায়ী পরিবেশের মধ্যে বিরাজ করে তখন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষসহ সকল প্রাণী ও জীব জন্তুর জন্য বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু যখনই এসকল গ্যাস স্বাভাবিক অবস্থায় এবং মাত্রানুযায়ী থাকে না তখনই প্রকৃতি তার ভারসাম্য ধীরে ধীরে হারাতে থাকে। বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণ মানুষের বিবেকহীন কর্মকাণ্ড। প্রকৃতির প্রতি মানুষের নিষ্ঠুর এবং অনৈতিক আচরণের কারণে বায়ুমণ্ডলে বিরাজমান গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলি নিজস্ব স্বকিয়তা হারাচ্ছে এবং প্রকৃতি তার নিজের চরিত্র বদলে ফেলছে। উদাহরণসরূপ বলা যেতে পারে যে, আমরা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু ও প্রাণী গাছ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি আবার আমাদের পরিত্যাগ করা কার্বনডাই অক্সাইড গাছ গ্রহণ করে এভাবে পরিবেশে একটি ভারসাম্য তৈরী হয় কিন্তু মানুষসহ হাজার হাজার প্রাণী যখন কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণে যতটুকু শোষিত হবার প্রয়োজন তা শোষিত হয় না। শোষিত না হওয়ার কারণে এই সকল কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসেই থেকে যাচ্ছে ফলে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে কারণ আমরা জানি কার্বনডাই অক্সাইডের বড় গুন হলো সে তাপকে ধরে রাখতে পারে। পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকার কারণে পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রাও কমে যাচ্ছে। আরও একটি উদাহরণ হলো পরিবেশের মধ্যে মিথেন গ্যাসের অস্বাভাবিক উপস্থিতি। মিথেন গ্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক গ্যাস তা মাটির নিচে পঁচনশীল কাজে ব্যবহৃত হয়। যেকোন জিনিসের পঁচন থেকেই এই গ্যাসের উৎপত্তি। আমরা যখন এখানে সেখানে ময়লা ফেলি এবং তা পঁচে মিথেন গ্যস তৈরী হয়। এই গ্যাস যদি মাটির নিচে থাকে তাহলে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা যায় কারণ এই মিথেন গ্যাস থেকেই প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তর করে রান্নার কাজে বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায় কিন্তু এই গ্যাস যখন মাটির উপরে খোলা জায়গায় তৈরী হয় তখন তা দুর্গন্ধ তৈরী করে পরিবেশকে নষ্ট করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই গ্যাস যখনই বাতাসে জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসে তখন তা কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসে রূপান্তর ঘটে এবং বাতাসকে গরম করে তোলে। এ থেকে খুবই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, উন্মুক্ত স্থানে ময়লা ফেলে আমরা পরিবেশের কত ভয়াবহ এবং খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করছি। এজন্য ময়লা আবর্জনার সঠিক ব্যবস্থাপনার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। ময়লা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কার্বন ফুটপ্রিন্টকে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে যে কার্বন আরোও কোথায় কোথায় থাকে। কার্বন থাকে সূর্যের আলোতে, সালোক সংশ্লেষন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছ সূর্য থেকে তাপ গ্রহণ করে এবং গাছে কার্বনের পরিমান ৪৫% ভাগ। পরিবেশে কার্বন রয়েছে। মাটির নিচে অর্গানিক কার্বন আছে। মানুষ, জীবজন্তুর শ্বাসপ্রশ্বাস বাতাসে কার্বন ছড়ায়। কোন কিছু পঁচে নষ্ট হলে কার্বন গ্যাস তৈরী হয়। ফ্যাক্টরি, কলকাখানার কালো ধোঁয়া কার্বন গ্যাস ছড়ায়। বাড়ীতে গাড়ীতে এসি ব্যবহার করা সেখান থেকে সিএফসি

গ্যাস যা একটি বিষাক্ত কার্বন। সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে কার্বন রয়েছে। এসবের বাইরে কার্বনের সবচেয়ে বড় স্টোরেজ হলো- তেল, গ্যাস ও কয়লা যাকে আমরা ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি বলি। তেল গ্যাস কয়লার ব্যবহার যত বাড়বে বাতাসে কার্বনের পরিমান ততই বাড়বে এবং বাতাস গরম থেকে আরও গরম হবে। প্রশ্ন হতে পারে তেল গ্যাস কয়লা কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়? যে কোন কলকারখানা বা ফ্যাক্টরিতে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে শক্তির প্রয়োজন হয় এই শক্তির যোগান দেয় তেল, গ্যাস এবং কয়লা। আকাশ, নৌ বা স্থল যে পথই হোকনা কেন, ছোট বড় যেকোন গাড়ী, ট্রেন, জাহাজ বা উড়োজাহাজ, প্লেন, রকেট বিমান চালানোর জন্য এই জীবাশ্ম জ্বালানি প্রয়োজন। এই জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করে কল-কারখানাগুলোতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয় তখন কারখানার চিম্‌নি দিয়ে অনবরত গরম ধোয়া বের হয় এবং বাতাসে মিশতে থাকে। ঠিক একইভাবে গাড়ী জাহাজ প্লেন রকেট বিমান চালানো হয় তখনও এই ধোয়ার নির্গমন ঘটে। এই ধোয়ার সাহায্যে কার্বনডাই অক্সাইড ব্যাপকভাবে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। জীবাশ্ম জ্বালানী সাধারণত মাটির নিচে থাকে তখন এর সাথে কার্বনও মাটির নিচে থাকে কিন্তু যখনই এই জীবাশ্ম জ্বালানী উত্তোলন করে ব্যবহার করা হয় তখনই কার্বন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং তেল, গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার যত কম হবে বাতাস তত কার্বনমুক্ত থাকবে এবং পরিবেশ ঠাণ্ডা থাকবে।

আর কার্বন ফুটপ্রিন্ট হলো সেটাই ভোক্তা হিসেবে আমরা যা কিছু ব্যবহার করছি তা কোন না কোন কারখানায় তৈরী হচ্ছে। সেখানে অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানী বা তেল গ্যাস কয়লার ব্যবহার হচ্ছে সুতরাং ভোক্তা হিসাবে আমরা ঐ কারখানার তৈরী জিনিস বাজার থেকে কিনছি তখন ঐ কারখানার মাধ্যমে বাতাসে কার্বন নিঃস্বরণে সহায়তা করছি। আমরা যখন কোন যানবাহন ব্যবহার করি তখন একইভাবে বাতাসে কার্বন বিস্তারে সহায়তা করি। আমরা গাছপালা বনজঙ্গল কেটে বড় বড় স্থাপনা নির্মান করি তখনও একই কাজ করি কারণ গাছ বাতাস থেকে কার্বন শোষণ করে নিজের মধ্যে সংরক্ষন করে কিন্তু বড় বড় ইমারত বা বিল্ডিং কখনই তাপকে শোষন করেনা বরং বাতাসে তা ছড়িয়ে দেয়। যেখানে ইমারতের ঘনত্ব বেশী সেখানে গরমও বেশী। অর্থাৎ আমরা ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে আপাদমস্তক প্রত্যহ যে সকল দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করি বা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি সে সকল সামগ্রি তৈরী হয়ে আমাদের কাছে আসে এবং আমাদের গ্রহণ ও ব্যবহার পর্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে কার্বন নির্গত হয়, তাকেই কার্বন ফুট প্রিন্ট বলে। অর্থাৎ খাদ্য বা অন্যান্য উপকরণ উৎপাদনে মালামাল সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং শেষ অবধি ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে বায়ুমণ্ডলে কার্বন নির্গত হয়। সুনিদিষ্ট খাবার বা অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত অথবা সেবার জন্য যে পরিমান কার্বন বাতাসে নির্গত হয়ে থাকে তাকেই কার্বন ফুটপ্রিন্ট বলে। সকাল থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া অবধি আমরা সকল কাজে বা ব্যবহার্য বস্তুর মাধ্যমে ধাপে ধাপে এবং কোন না কোনভাবে কার্বন ছাপ বা কার্বন ফুটপ্রিন্ট তৈরী করছি। ব্যক্তিগত কার্বন ফুটপ্রিন্ট জানার জন্য নিজের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের প্রতিদিনের সচেতনতাই কার্বন ফুটপ্রিন্টকে কমাতে পারে। আমরা যখন স্থানীয় জিনিস ব্যবহার করি এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদনকে গুরুত্ব দিই তখন কার্বন ফুটপ্রিন্ট বহুলাংশে কমে আসে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, দেশী সব্‌জি, দেশী মাছ এবং দেশী ফল উৎপাদন ও খাওয়ার অভ্যাস করা এর ফলে পরিবহন, বিপনন, এবং বাজারজাতকরণে কার্বন নির্গমন কমে আসবে কিন্তু তা যদি বিদেশ বা দূর থেকে আনতে হয় তাহলে কার্বন নির্গমন কয়েক ধাপে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর জন্য আমাদের করণীয় কি হতে পারে? আমরা যা করতে পারি তা হলো-

- আমাদের খাদ্য তালিকায় শাকসব্‌জি রাখতে পারি এবং দেশী ফল খাওয়ার অভ্যাস করতে পারি
- বাসায় কম্পিউটার ব্যবহার এবং টেলিভিশন দেখা কমিয়ে আনতে পারি। অথবা আমরা যখন টেলিভিশন দেখিনা তখন তা বন্ধ করে রাখতে পারি।
- বিনোদনের জন্য শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার উপর নির্ভর না হয়ে বাড়ীতে বই এবং পত্র-পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করা এবং সরাসরি উপস্থিত থেকে মঞ্চ নাটক থিয়েটার উপভোগের অভ্যাস করা। সরাসরি গান বা নাচের অনুষ্ঠান বা দেশীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠান উপভোগ করার অভ্যাস করা
- প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল
- বার বার বাজারে যাওয়া এবং প্রয়োজনের বেশী কাপড়চোপড় এবং প্রসাধনী সামগ্রী কেনাকাটা থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সংযত করা
- বাসাবাড়ীতে রান্নার কাজে গ্যাস বা কাঠখড়ি সাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রান্না-বান্নার শেষে গ্যাসের চুলা নিভিয়ে রাখা। খড়ির চুলার ক্ষেত্রে ধোয়া নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা রাখা এবং খড়ি সাশ্রয়ী চুলা ব্যবহার করা। গাছে বা খড়িতে যে কার্বন আছে তা আগুনের এবং এর ধোয়ার সাহায্যে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসকে গরম করে তোলে।
- ব্যক্তিগত গাড়ীর পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহার করার অভ্যাস করা।
- সাইকেল চালানো একটি ভাল অভ্যাস যেখানে কার্বন নিঃস্বরণের কোন সুযোগ নেই। ২০ বা ৩০ মিনিট দূরত্ব কর্মস্থল হলে, পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে যাওয়ার অভ্যাস করা যেতে পারে।
- এসির ব্যবহারের মাধ্যমে বিষাক্ত সিএফসি গ্যাস দ্রুত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। অফিসে এবং বাড়ীতে প্রয়োজন না হলে এসি বন্ধ রাখা। গরমের দিনে সুতি ও আরামদায়ক কাপড় এবং শীতের দিনে গরম কাপড় পরে আমরা আমাদের শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে পারি এতে করে এসির ব্যবহার কিছুটা হলেও কমবে। বাড়ী নির্মাণের সময় বাতাস চলাচলের জন্য জানালাগুলি যথেষ্ট বড় রাখা এবং বাড়ীর চারিপাশে প্রচুর পরিমানে গাছপালা লাগানো যাতে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ঘরকে ঠাণ্ডা রাখে।
- বাসা বাড়ীতে আমরা রেফ্রিজারেটর এবং ইলেকট্রনিক্স ওভেন ব্যবহার করি এর মাধ্যমেও সিএফসি গ্যাস ছড়ায় যা পরিবেশে কার্বন নিঃস্বরণে ব্যাপক সহায়তা করে।
- ঘরে বাইরে পলিথিন ব্যবহারকে শূন্যে নিয়ে আসা। পলিথিন হলো হাইড্রোকার্বন।

পলিথিন নিজে পঁচে না অন্যকেও সহজে পঁচতে দেয় না। পলিথিন রিসাইক্লিনের ব্যবস্থা করা। যথাসম্ভব পলিথিন ব্যবহার থেকে দূরে থাকাই ভালো।

- সকল জিনিসকে পূনর্ব্যবহারের অভ্যাস তৈরী করা এমনকি পানিও।
- ঘরে বা কর্মস্থলে বা বাজারে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্যান্য সকল স্থানে পলিথিন বা প্লাষ্টিক বোতল বা মোড়ক ফেলার জন্য আলাদা ডাস্টবিনের ব্যবস্থা একটি ভাল পদ্ধতি। প্লাস্টিক জাতীয় কোন জিনিস সাধারণ ময়লা বা দ্রুত পঁচে যায় এমন ময়লা আর্বজনার সাথে ফেলা উচিত নয়।
- উন্মুক্ত স্থানে ময়লা ফেলার অভ্যাস পরিত্যাগ করা। যথাসম্ভব ময়লার বালতি বা ড্রাম ঢেকে রাখা।
- স্থানীয় প্রজাতিকে সংরক্ষণ ও টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যেমন স্থানীয় প্রজাতির মাছ, গাছ এবং ফুল, ফল ও ফসল ইত্যাদি
- গাছ না কেটে গাছ লাগানোর মানসিকতা তৈরী করা অথবা একটি গাছ কাটার পরিবর্তে ১০টি গাছ লাগানো।
- স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীদের জলবায়ু পরিবর্তন ও কার্বন ফুটপ্রিন্ট সম্পর্কে ধারণা ও শিক্ষা প্রদান করা যাতে শিক্ষার্থীরা কার্বন ফুটপ্রিন্ট সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক চর্চা ও মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের মাধ্যমে কমিউনিটি জনগণকে এবং বিভিন্ন যুব সংগঠনগুলিকে সচেতন করা একটি ভাল উদ্যোগ হতে পারে।
- কৃষিকাজে ও ফসল উৎপাদনে প্রাকৃতিক জৈব সারের ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া। প্রয়োজন ব্যতিরেকে যেখানে সেখানে খোড়াখুড়ি বন্ধ করা কারণ মাটির নিচে থাকা মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস উন্মুক্ত হলে বাতাসে কার্বন ছড়ায়।
- কমিউনিটি জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্পদ ব্যবহারে একে অপরের সহযোগী হওয়া। একটি অংশীদার ভিত্তিক নেটওয়ার্ক কার্বন বিস্তার রোধে খুবই সহায়ক।
- সহজ সরল এবং সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। ন্যায় ও সৎ পথে নিজেকে পরিচালিত করা এবং ঈশ্বর যে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সুন্দর প্রকৃতি দান করেছেন তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তার ধন্যবাদ ও প্রসংশা করা।
- পরিবেশের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং প্রকৃতির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষন করা কার্বন ফুটপ্রিন্টকে কমিয়ে আনতে সহায়তা করে।

প্রকৃতি একটি অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদের প্রতি যত্নশীল হওয়া আমদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কার্বন ফুটপ্রিন্ট একটি জলবায়ু সমস্যা এবং এই সমস্যাটি বৈশ্বিক কিন্তু এর সকল সমস্যার সমাধান স্থানীয় পর্যায় থেকে হতে হবে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে ব্যক্তিগত পর্যায়টিকেই প্রথমে চিন্তা করতে হবে। কার্বন ফুটপ্রিন্ট বাতাসে কার্বনের পরিমানকে বাড়িয়ে তুলছে সুতরাং সমন্বিত উদ্যোগের সাথে ব্যক্তি সচেতনতা একটি জরুরী বিষয়। সকলের সচেতনতা, প্রকৃতির প্রতি মানবিক আচরণই কার্বন ফুটপ্রিন্টকে কমিয়ে আনতে পারে। সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী আমাদের সকলের কাম্য এবং এখানে বেঁচে থাকার অধিকার সবারই তাই আমরা যেন পৃথিবীর ক্ষতি না করি এবং কাউকেই তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করি॥

ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-২৯, সরকারবাড়ী (নীচতলা), নন্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

স্থাপিত ঃ ০৫/০৮/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং ঃ ০০৮৯৪/২০০৭

২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো–অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **১৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ**, রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০ টায় অত্র সমিতির **"২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** ডি'মাজেনড গীর্জা প্রাঙ্গণে (প্রগতি স্বরণী, বারিধারা জে ব্লক, প্লট নং ঃ ৫৮ এবং ৬০, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯) অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯ টায় শুরু হবে এবং কোরাম পূর্তির জন্য আকর্ষণীয় লটারীর ব্যবস্থা আছে।

অতএব, উক্ত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি/আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

আগষ্টিন কস্তা
সভাপতি
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

রাজীব রবার্ট রোজারিও
সম্পাদক
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

বিজ্ঞ/২৯৩/২১

সাবলেট (এক রুম)

(গারোরা প্রাধান্য পাবে)
ডিসেম্বর থেকে, মনিপুরীপাড়াতে

যোগাযোগ

০১৯৩১২৩২৮৪৩
০১৩০৪১৮৯০২৮

বিজ্ঞ/২৯২/২১

প্রকৃতি ও পরিবেশের মাঝে প্রাণবন্ত জীবনধারাই আদিবাসীদের আধ্যাত্মিকতা

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

আধ্যাত্মিকতা হল কোন ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। আধ্যাত্মিকতা হল দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়, ঈশ্বরকে জানা ও অভিজ্ঞতা করা, নৈতিক রূপান্তর, বিশ্বাসের গতিশীলতা, আত্মার দ্বারা পরিচালিত জীবন এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলন সাধনা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যে সচেতন সে আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। একেক ধর্মের একেক আধ্যাত্মিকতা রয়েছে। আদিবাসী আধ্যাত্মিকতা আলোচনা করতে গিয়ে আদিবাসী আধ্যাত্মিকতার মধ্যে গারো, চাকমা, ত্রিপুরা ও খাসিয়া জাতির প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের আলোকে বিশেষ করে গারোদের আদিধর্ম 'সাংসারেক' এবং খাসিয়াদের আদিধর্ম 'কানিয়াম কারুকম'-এর আলোকে আদিবাসী আধ্যাত্মিকতা আলোচনা করতে চাই।

আদিবাসীরা মূলত প্রকৃতি পূজারী ও প্রকৃতি নির্ভর। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধর্ম ছিল এবং এখনও কারো কারো সংগ্রাম করে টিকে আছে। গারোদের সাংসারেক ধর্ম, খাসিয়াদের কানিয়াম কারুকম ধর্ম, উরাঁওদের আদিধর্ম সাঁওসার (বেদিন), গারোদের দেব দেবী তাতারা, মিসি সালজং, খাসিয়াদের Ka Blei, Lawbei, Thawlang, Suidnia, ত্রিপুরাদের মাইনজুকমা এখনও আদিবাসীদের মাঝে বিদ্যমান আছে। তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিও পূজা পার্বণ ভিত্তিক। গারোদের ওয়ানগালা, উরাঁওদের কারাম, চাকমা, ত্রিপুরা মারমাদের বৈসাবি উৎসব, খাসিয়াদের হকতই, বিহুডিন খ্রাম, কিনিয়া খাং সবগুলোই পূজা পার্বণ ভিত্তিক। দেব দেবীদের স্মরণেই এ সব উৎসব পালিত হয়। আদিবাসী ধর্মের ধর্মপুস্তক, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের লিখিত রূপ নেই বললেই চলে। এটা কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যগত ধর্ম। আদিবাসী ধর্মের মূল আধ্যাত্মিকতা হল "আমরা ততটুক প্রাণবন্ত, যতটুকু আমরা জগতকে প্রাণবন্ত রাখি।" আদিবাসীদের নান্দনিক ও আনন্দমুখর উৎসবগুলো পৃথিবীকে প্রাণবন্ত রাখছে এবং তাদের বৈচিত্রময় কৃষ্টি সংস্কৃতি দিয়ে জগতকে সাজিয়ে রাখছে। নানা বাদ্যযন্ত্রের তালে ছন্দে ও সুরে জগতের মাঝে আনন্দরস ধারা ঢেলে জগতকে সিক্ত করছে। আধ্যাত্মিকতার মাধুর্য দিয়ে জগতকে ধ্যানময় করে তুলছে এবং ভক্তিরসে শান্ত সৌম্য শান্তিময় করে তুলছে।

আদিবাসীদের আধ্যাত্মিকতা আলোচনা করতে গিয়ে চোখে পড়ল বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সংলাপ কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত একটি পোষ্টারে। সেখানে আদিবাসীদের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে Chelf Dan George বলেছেন- **"আমরা ততটুক প্রাণবন্ত, যতটুকু আমরা জগতকে প্রাণবন্ত রাখি।"** এটাই আদিবাসীদের আধ্যাত্মিকতার মূল কথা। সত্যি, আদিবাসীরা জগতকে সদা প্রাণবন্ত রাখে। পাওয়া না পাওয়ার বেদনা তাদের মাঝে অনুপস্থিত। জন্মে যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি মৃত্যুতেও আনন্দিত হয়। শোকের মাঝে খুঁজে পায় দুঃখজয়ের শক্তি। যেমন: গারোদের সাংসারেক রীতি অনুসারে কারো মৃত্যু হলে অনেক অনুষ্ঠান হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণে, গো-হত্যা, চু বা মদ্য পান, আজিয়া বা বিলাপগাথা, রাং-দামা বেজে উঠে। এমনি করে সমস্ত আদিবাসীদের বাদ্যের ঝংকারে জগত দুলে উঠে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের নানা অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। আর তাই এত উৎসব, এত হাসি গান, এত অনুষ্ঠান। আদিবাসীদের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হয় তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে। সুতরাং তাদের আধ্যাত্মিকতার কয়েকটি দিক এখানে উল্লেখ করছি।

সংঘবদ্ধ জীবন যাপন: আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে সংঘবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে আসছে। এই আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায় তাদের আনুষ্ঠানিকতায়। কোন অনুষ্ঠান হলে তারা পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। মান্দি বা গারো জাতির রীতি অনুসারে কারো বিয়ে হলে, কেউ মারা গেলে, শ্রাদ্ধ হলে কিংবা যে কোন বড় অনুষ্ঠান হলে খাদ্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র দিয়ে সাহায্য করে। তারা একত্র হয়ে যে কোন কাজ করতে ভালবাসে। একা একা বা একক ভাবে কোন অনুষ্ঠানই করে না। সব আদিবাসীদের মধ্যেই পানীয় গ্রহণের অভ্যাস ও রীতি নীতি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এর মধ্যদিয়ে তারা সকলে মিলে মিশে আনন্দ করে। গারোদের ওয়ানগালা, চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমাদের বৈসাবী উৎসব, উরাঁওদের কারাম, দেবতাদের উদ্দেশে ত্রিপুরাদের গরাইয়া নৃত্য, বোতল নৃত্য ও খাসিয়াদের হকতই উৎসব ইত্যাদির মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিকতা ফুটে ওঠে।

সহজ সরল জীবন: তাদের সমাজ ব্যবস্থা অতি সহজ সরল। নিজের সমাজ ব্যবস্থায় যে আইন রয়েছে তা দিয়েই তাদের বিচার কাজ সমাধান করা হয়। রাষ্ট্রীয় আইন, রাষ্ট্রীয় বিচার ও আদালতের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। তারা যুগ যুগ ধরে এমনিভাবে নিজেদের আইনের ওপর নির্ভর করে চলে আসছে। ঝগড়া বিবাদ নিজেদের মাঝেই মিমাংসা করে তারা। আদিবাসীদের মাঝে সতীদাহ প্রথা, ধর্ষণ, বর্ণভেদ প্রথা, পণ প্রথা, ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান নিয়ে বধূ নির্যাতন ও হত্যার মত এত জটিলতা নেই, জটিল জীবন যাপন তাদের কাছে অপরিচিত। তাই প্রখ্যাত লেখক মহাশ্বেতা দেবী গর্ব করে বলেছেন, "ওদের পৃথিবী আমাদের পৃথিবী আলাদা --। মেয়ের বাপ পণ নেয় না, সতীদাহ বা পণের কারণে বধূ হত্যা জানে না, কন্যা সন্তানকে হত্যা করে না, বিধবা বিবাহ স্বীকৃত, উপযুক্ত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ স্বীকৃত---।" তারা অনাড়ম্বর জীবন যাপনে আসক্ত এবং অল্পতে তুষ্ট।

সরল বিশ্বাস: আদিবাসীদের আধ্যাত্মিকতায় সরল বিশ্বাস খুবই লক্ষ্যণীয়। তারা যে কাউকে অতি সহজেই বিশ্বাস করে। মানুষ মানুষকে ঠকাতে পারে এমন ধারণা তাদের মধ্যে নেই। তাই তারা জমি-জমা, জিনিস পত্রের আদান প্রদান মৌখিকভাবেই করে থাকে। সরল বিশ্বাসের কারণে সবাই তাদের ভালবাসে।

প্রকৃতি নির্ভর: আদিবাসীরা প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতি আছে বলেই তারা আছে। তারা প্রকৃতি থেকেই জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সংগ্রহ করে। তারা প্রকৃতি থেকেই স্বচ্ছ জল, ফল-মূল, জ্বালানি সংগ্রহ করে। প্রকৃতি মাঝে মাঝে তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করে। তবু তারা দারিদ্র্য ও প্রকৃতির কঠোর আঘাত সহ্য করতে সক্ষম। আদিবাসীরা নানা খাদ্যের আবিষ্কার করেছে। সাগর-নদী, পাহাড়-পবর্ত, বন-বনানী, ফুল-ফল, পশু-পাখি, জীবজন্তু ও প্রকৃতিকে লালন পালন করেছে তারা আজকের শিশুদের জন্য। কত খাদ্য কত ঔষধ আবিষ্কার করেছে তারা। জাতিসংঘ বলেছে, আমরা যে চা, চিনি, কফি, আলু ডাল খাই এসব আবিষ্কার করেছে আদিবাসীরা।' পৃথিবীতে যত ঔষধ আছে তার ৭৫ ভাগ এসেছে আদিবাসীদের জ্ঞান থেকে। পেনিসেলিন, ডিজিটালিস, কুইনিন ঔষধ যে গাছগাছড়া থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তার জ্ঞান এসেছে আদিবাসীদের কাছ থেকে।

প্রকৃতি পূজারী: তারা মূলত প্রকৃতি পূজারী। আদিপুরুষগণ যুগ যুগ ধরে সূর্য, চন্দ্র, বটবৃক্ষ আগুনসহ নানা দেব দেবীদের পূজা করতেন। তাদের আধ্যাত্মিকতা পৃথিবীর জন্য এক

বিস্ময়কর অনুভূতি। পৃথিবীর সুন্দর পরিবেশের প্রতি তাদের ভালবাসা, উদারতা ও আগ্রহ সত্যি আশ্চর্যজনক। তাদের মত এত হৃদয় দিয়ে প্রকৃতিকে কেউ ভালবাসেনি কখনো। পরিবেশ ও বনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আদিবাসীরা জীবন পর্যন্ত দিয়েছে। এমন ঘটনা ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ ভারতের উত্তর প্রদেশের গারওয়াল হিমালয় উপত্যকার চামোলি জেলার হেমওয়ালঘাটি এলাকার রেনি গ্রামের একদল নারী গাছ কাটতে আসা ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। খেলাধুলার সরঞ্জাম তৈরি করে এমন একটি কোম্পানিকে কাঠ সরবরাহ করার জন্য তিনশো গাছ কাটার সরকারি অনুমতি পেয়েছিল এই ঠিকাদারটি। তারা গ্রামের লোকদেরকে প্রতিবাদ করতে দেয়নি। গুলি করার ভয় দেখিয়েছিল। তখন এই লোকেরা গাছ কাটার জন্য চিহ্নিত গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারা প্রতিবাদ করে বলেছিল, আমাদের হত্যা না করে কেউ গাছ কাটতে পারবে না। দৃঢ় প্রতিবাদের মুখে পিছু হটে গিয়েছিল। এ রকম আরো ঘটনার জন্য বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে সেখানকার মেয়ে অমৃতা। একবার এক রাজা দূর্গ বানানোর জন্য কাঠ কাটতে পাঠিয়েছিল। অমৃতা তাদের দেখা মাত্র গ্রামের সকলকে জানিয়ে দিল। গ্রামের লোকেরা কাঠুরিয়াদের বারণ করল কিন্তু তারা শুনল না। তাই অমৃতা ও তার সঙ্গীরা গাছ জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ করল। আর কাঠুরিয়ারা তাদের হত্যা করেই গাছ কেটে নিয়ে গেল। অমৃতা মৃত্যুর আগে বলেছিল, "আমার জীবনের দাম আর কতটুকু? তবু যদি তার বদলে একটা গাছের জীবন বাঁচে।" ভারতের রাজস্থান রাজ্যের যোধপুর জেলার একটি গ্রামের দুইজন নারী কর্মা ও গোরা বৃক্ষ রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছিল। এমন ঘটনা আদিবাসীদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিবাসীরা বন প্রকৃতিকে রক্ষা করতে জানে। তারা জানে গাছ-পালা-বন পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখে। গাছ-পালা বন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। জগতের ভারসাম্য না থাকলে এ জগতও ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতিথি সেবা: অতিথি সেবা করার আনন্দ ও আগ্রহ তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। কেউ বাড়িতে গেলে না খাইয়ে ছাড়তে চায় না। তারা অতিথিদের সেবা করতে পারলে খুশি হয়। তাই তাদের যা আছে তা দিয়েই তারা অতিথিদের আপ্যায়ন করতে চেষ্টা করে। বান্দরবান এলাকায় অতিথিদের কথা চিন্তা করে রাস্তার পাশে বটগাছের নিচে জল রেখে দেয়।

গ্রহণীয়তা: আদিবাসীদের গ্রহণীয়তার মনোভাব চমৎকার। তারা অতি সহজেই সব কিছু গ্রহণ করতে পারে। পরিচিত অপরিচিত সবাইকেই আপন করে নিতে পারে। তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি অনুসারে পানীয় প্রদানের মাধ্যমে, ত্রিপুরা পুঁতির মালা পরিয়ে অতিথিদের গ্রহণ করে।

মেলামেশা: তাদের সমাজ ব্যবস্থায় ছেলে মেয়ে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা ও মেলামেশা করে ও মতামত প্রকাশ করে। তারা একত্রে মাঠে কাজ করে, স্কুলে যায়, বাজারে যায়। এ ব্যাপারে তাদের ধরাবাধা নিয়ম নেই। নানা অনুষ্ঠানে নারী পুরুষ একত্রে গান করে, নাচ করে। তবু বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় না। এমন সুন্দর সমাজ কার না ভাল লাগে!

ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক: আদিবাসীরা ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। যুগ যুগ ধরে কত কৃষ্টি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য লালন পালন করে আসছে। অতিথি গেলে আদিবাসীরা পা ধোয়ার অনুষ্ঠান করে। মনিপুরীদের ভরত নৃত্য এখনও দেশ-বিদেশে সমাদৃত, রাখাইনদের জলকেলী, গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ত্রিপুরা মারমা ও চাকমাদের বৈসাবি উৎসব যুগ যুগ ধরে চলছে।

আনন্দপ্রিয়: আদিবাসীরা আনন্দপ্রিয়। এ কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। নারী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, শিশু কিশোর নেচে গেয়ে রাত পার করে দিতে পারে। তবু তাদের মনে ক্লান্তি নেই বললেই চলে। অভাব অনটন, দুঃখ-কষ্ট তাদের আনন্দকে কখনও ম্লান করতে পারে না।

খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার সাথে অন্যান্য আধ্যাত্মিকতার সাদৃশ্য

১। আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান হওয়া: প্রত্যেক ধর্মেই সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান হওয়ার কথা বলা হয়। গারোদের আদি ধর্ম 'সাংসারেক' ধর্মে দেবতার আদেশ পালন করার নির্দেশ রয়েছে এবং খাসিয়াদের আদিধর্ম হুকুম পালন করার নির্দেশ রয়েছে। খাসিয়াদের আদিধর্ম 'কানিয়াম কারুকম' হুকুমকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ক) হক ও সৎ উপার্জন করা খ) ঈশ্বর ও মানুষকে চেনা । মানুষ ভুল করে। ঈশ্বরের হুকুম ও আদেশ অমান্য করে। মানুষের এই অবাধ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঈশ্বর হুকুম জীবনদানই মানুষের পরিত্রাণ দিতে পারবে।

২। ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য ও বলিদান: খ্রিস্টধর্মে নৈবেদ্য ও বলিদানের কথা বলা হয়েছে। খ্রিস্টধর্মে যিশু নিজেই নৈবেদ্য এবং তিনি নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করে গেছেন চিরকালের মত। আদিবাসী ধর্মেও বলিদান ও নৈবেদ্যের কথা বলা হয়েছে। আদিবাসী ধর্মে পুণ্যের উদ্দেশ্যে বলিদানের রীতি প্রচলিত আছে। তবে খ্রিস্টধর্মের সাথে আদিবাসী ধর্মের বৈসাদৃশ্য হল খ্রিস্ট নিজেই নৈবেদ্য যে নৈবেদ্য চিরকালের মত উৎসর্গ হয়েছে অপর দিকে আদিবাসী ধর্মে পশুবলির প্রচলন রয়েছে। এই পার্থক্য থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এক ও অভিন্ন। সেই উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের কৃপা লাভ, সান্নিধ্য লাভ করা।

৩। পূজায় পানীয়ের ব্যবহার: খ্রিস্টধর্মে পানীয় ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। দ্রাক্ষারস ছিল ইহুদীদের নিকট পানীয়। সেই পানীয় এখন উৎসর্গের ফলে যিশুর রক্তে রূপান্তর হয়। এই পানীয় যা যিশুর রক্ত তা পুণ্য পবিত্র করে। তেমনি আদিবাসী ধর্মের বিশেষ করে গারোদের পানীয় 'চু' পুণ্য ও পবিত্রকরণের উদ্দেশে ব্যবহার করা হয়। সাংসারেক ধর্মের পুরোহিত ওয়ানগালা উৎসবের সময় 'চু' দিয়ে ফসল পুণ্য পবিত্র করতেন। এখনও গারোরা 'চু' দ্বারা পা ধুয়ে দেয়।

৪। সৃষ্টিকর্তা আছেন: খ্রিস্টধর্মে যেমন একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়। তেমনি আদিবাসী ধর্মেও সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়। সাংসারেক ধর্মের দেবতা তাতারা রাবুগার নির্দেশে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার: আদিবাসীদের এই আধ্যাত্মিকতা এখন নানা কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রনে ম্লান হয়ে আসছে। এখন মদ্যপান করে পাগলামী করতে দেখা যায়, অনেকের মধ্যে ঠকানোর প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, সম্মানের দিক হ্রাস পাচ্ছে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে জীবন যাপন করছে। আগের মত ছেলে মেয়ে রাত জেগে কীর্তন করতে দেখা যায় না। বাবা মাও ছেলে মেয়েদের নিয়ে আতঙ্কে থাকে। কারণ সরলতা ও বিশ্বস্ততা হ্রাস পাচ্ছে। অনেকেই সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকিয়েছে। তাই তাদের এ ধরণের সরল বিশ্বাস দিন দিন লোপ পাচ্ছে। আজ সময় এসেছে শিকড়ে ফিরে গিয়ে ভালরস আস্বাদন করে পুষ্টি লাভ করার এবং যা কিছু ভাল তা লালন পালন করার।

সহায়ক গ্রন্থ

১। রেমা, ফাদার পিটার; সম্পাদনা, গারো অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের আগমন এবং অবদান, লিমা প্রিন্টিং, ময়মনসিংহ, ২০১০।

২। মিশেল, টমাস; খ্রীষ্ট বিশ্বাসের পরিচিতি, ফাদার সিলভানো গারেল্লো, সম্পাদনা, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০০৬।

৩। পতাম, রুস; খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, মিনা হাউস ধানমন্ডি, ঢাকা, ২০০৫।

4. KRAFT, Charles, H.; Christianity in Culture, A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross Culture Perspective, Maryknoll, Orbis Books, 1979.

5. MAGILL, Prank N.; ed. Christian Spirituality, San Francisco, Harper, 1988.

6. ZAEHNER, R.C.; Christianity and Other Religions, New York, Hawthorn books, 1964.

7. HICH, John, ed. Christianity and other Religions, Selected Readings. Philadelphia, Fortress, 1981.

অনুতপ্ত রুয়েল

যোনাস মজেস বিশ্বাস

রুয়েল দুষ্ট ও চঞ্চল প্রকৃতির একটা ছেলে। রুয়েলের মস্তিষ্কে সর্বদা মানুষের ক্ষতি করার চিন্তা খেলা করে। মানুষের ক্ষতি করা ওর কাছে চরম আনন্দের ও সুখের একটি বিষয়। অপরের ক্ষতি করা বা বিপদে ফেলা যে পাপ, অন্যায় তা বুঝতে পারার মত বোধ-বুদ্ধি ওর নেই। কারণ বিবেকের দেওয়া সৎ উপদেশ ওর কাছে তিক্ত বা অসহ্য বলে মনে হয়। রুয়েল পিতা-মাতার খুব আদরের সন্তান। সে ভাই-বোনদের মধ্যে সবার ছোট। ওরা তিন ভাই-বোন। ওর বড় ভাই-বোনের আচার-আচরণ ও চরিত্র একবারে আলাদা। তারা তাদের প্রার্থনা, পড়াশুনা ও কাজকর্মে বিশ্বস্ত। কিন্তু রুয়েল সেই সকল মৌলিক গুণাবলীর ধারে কাছেও নেই। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, "বেশি আদর দিলে বাদর তৈরী হয়।" রুয়েলের অবস্থা ঠিক তেমনি। রুয়েল পড়াশুনায় ভাল ছিল না। কিন্তু প্রতিদিন স্কুলে যেত এবং নিয়মিত ক্লাস করত। কিন্তু ক্লাসের সময় মনে মনে চিন্তা করত, কাকে কিভাবে বিপদে ফেলা যায়। একদিন রুয়েল স্কুল ছুটির পরে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিচ্ছে। পথে ওর একজন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয় এবং তারা একই সাথে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। যখন তারা একটি নিরব ও জনমানবহীন জায়গায় এসে পৌঁছায়। তখন রুয়েলের ভিতরকার সেই হিংস্র ও খারাপ মানুষটির রূপ ধারণ করে। আর ঠিক তখনি রুয়েল সহপাঠীর কাছ থেকে জোর করে ব্যাগটি কেড়ে নেয়। কারণ ক্লাসের সময় ও দেখেছিল ওর সহপাঠীর কাছে খুব সুন্দর একটি পেন্সিল আছে। আর তাই দেখে ওর ভিতরে পেন্সিলটি পাওয়ার প্রবল বাসনা জাগে। পরে সেই সহপাঠির কাছ থেকে জোর করে পেন্সিলটা নিয়ে তাকে মেরে পালিয়ে যায় এবং হুমকি দিয়ে যায়। কাউকে কিছু বললে আরও মারবে। পরের দিন রবিবার। পবিত্র খ্রিস্টযাগে যাওয়ার জন্য তাদের মা সকলকে খুব সকাল থেকে ডাকাডাকি করছে। পরে সকলে একত্রে খ্রিস্টযাগে যোগদান করে। প্রথম অবস্থাতে রুয়েলের খ্রিস্টযাগে মন ছিল না। কিন্তু যাজক যখন পবিত্র মঙ্গলসমাচার পড়ে তখন খুব মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করে। সেই দিনের পবিত্র মঙ্গলসমাচার ছিল সেই অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনী "যে তার সমস্ত অর্থ অনৈতিক ও খারাপ কাজের পিছনে ব্যবহার করে শেষ করে এবং পরবর্তীতে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হৃদয়ে তার পিতার কাছে গিয়ে ক্ষমা যাচনা কর ও ক্ষমা পায় *(লুক ১৫:১-৩২ পদ)*। এই উপমা কাহিনী রুয়েলের হৃদয়কে নাড়া দেয়। সে নীরবে নিজেকে নিয়ে ভাবতে থাকে এবং দেখতে পায় সে অনৈতিক ও খারাপ জীবন-যাপন করছে। ওর সহপাঠীর কাছ থেকে জোর করে পেন্সিল নিয়েছে ও অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। পরে রুয়েল ওর সকল ভুল বুঝতে পেরে পিতা ঈশ্বরের কাছে ও ওর সহপাঠীদের কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে॥

আবেগ পেরেরা
গ্রীণ হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
২য় শ্রেণী

ছোট নাতি-নাতিনদের প্রতি খোলা চিঠি

আমার স্নেহের ছোট নাতি-নাতিনগণ, তোমাদের প্রতি রইল আমার জীবনের শেষ চিঠি। এ সুযোগটি পরম করুণাময় আমাকে দান করেছেন। ধন্যবাদ জানাই পরম করুণাময় পিতাকে।

আমি বিভিন্ন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ৮ দিন চিকিৎসা পেয়েছি। ডাক্তারদের চিকিৎসায়, নার্সদের সেবায় এবং বিভিন্নজনের প্রার্থনায় সুস্থতা লাভ করেছি। সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আদরের ভাইবোনেরা, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও তোমাদের ভুলতে পারিনি।

ভাইবোনেরা, আমার অসুস্থতায় ৮ দিন বিছানায় শুয়ে কী প্রার্থনা করেছি তা তোমাদের জানাতে চাই। আমার সকাল, দুপুর ও রাত্রে শুধু এই প্রার্থনাই করেছি, হে মুক্তিদাতা যিশু, পরম করুণাময় প্রভু পরমেশ্বর, আমার জীবন মরণের উপর তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। হে মা-মারীয়া, সাধু যোসেফ, সাধু আন্তনী এবং সমুদয় সাধু-সাধ্বীগণ, তোমরা যিশুকে, ঈশ্বরকে অনুরোধ কর, আমার জীবন মরণে যেন যিশু আর ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আমি মৃত্যুর জন্য প্রতি মুহূর্তেই প্রস্তুত।

ভাইবোনেরা, প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমাদের এবং বিশ্ববাসী সবাইকে করোনাভাইরাসসহ সমস্ত অসুস্থতা থেকে মুক্ত রাখুন। তোমাদের সবার মঙ্গল করুন। লেখায় ভুল থাকলে ক্ষমা করো।

ইতি,
তোমাদের দাদু
মাস্টার সুবল

কৃতজ্ঞতা: পবিত্র বাইবেল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার আলোকে ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

চেতনায় কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের প্রতি

১। খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণ: চৈতন্যকে জাগ্রত রাখি; সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের আহার তাঁর বাণী ও জীবনময় রুটি গ্রহণ করি। সচেতন হয়ে কমুনিয়ন গ্রহণের পর হাঁটু দিয়ে যিশুকে ধন্যবাদ দেই। পরিবারেও দাড়িয়ে বা হাঁটু দিয়ে, এমন কি শয়নের অবস্থায়ও আমরা ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিতে পারি।

গান একটা বড় অংশ; তাই সচেতন হয়ে ঈশ্বরের দেওয়া কণ্ঠ দিয়ে আমরা যেন গানে অংশ গ্রহণ করি যেন গান হইয়ে ওঠে কৃজ্ঞতার প্রকাশ; প্রভুর প্রশংসার প্রকাশ!!

২। বহু যুগের ঐতিহ্য: জমির ফসল, জাঙলার প্রথম সব্জি; গাভীর দুধ এবং আরো। ঈশ্বরের দয়ায় পাওয়া; তাই গির্জায় দেওয়া; অর্ঘ্যের সময় বেদীতে নেওয়া। চেতনায় ঈশ্বরকে এইভাবেই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। ঐতিহ্য বাঙালী ও আদিবাসী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের। এই ঐতিহ্যটি বর্তমান ডিজিটাল যুগে কতটুকু চলমান?

৩। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য Mass Intention : শুধু নভেম্বরের ২ তারিখে তো অবশ্যই; বছরের সব দিনেই আমরা বিভিন্ন উদ্দেশে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার জন্য নির্ধারিত অনুদান দিয়ে যাজককে অনুরোধ করতে পারি। বিভিন্ন উপলক্ষ্য, যেমন জন্মদিন; বিবাহ-বার্ষিকী, সন্তান ভাল রেজাল্ট করেছে; সুস্থ হয়েছে কেউ; গাভী বাচ্চা দিয়েছে; নতুন সন্তান জন্মেছে, কোন বিপদ থেকে রক্ষা এবং আরো হাজারো উদ্দেশ্য।

৪। খ্রিস্টযাগে দান: দান-তোলা একটি অংশ। এই দান ঈশ্বরের প্রতি, মণ্ডলীর প্রতি আমার/আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাস্তব চিহ্ন। আমি/আমরা এই বাপারে কতটুকু সচেতন? শুধু কি পুণ্য শুক্রবার ও পাস্কার সময় দান দেব? অথচ প্রতি নিয়তই তো ঈশ্বরের কাছ থেকে দান: আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে, বৃষ্টি-সৃষ্টিসজীব সবই তো পাচ্ছি প্রতিক্ষণ।

৫। গ্রামে-গঞ্জে বরেন্দ্র ও সমভূমি : কতভাবে আমি/আমরা করোনার থাবা থেকে, অন্যান্য রোগবালাই থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছি! শত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাচ্ছি। ঘরে পাট আসছে; জমিতে ধান লাগানো হচ্ছে; দিন-মজুর ভাইবোনেরা সকাল থেকে বিকেল দুইটা/তিনটা পর্যন্ত কাজ করে। সকাল দশটায় খুব ভাল আহার, কাজ শেষে প্রতিদিন এক কেজি চাউল ও ৩৫০/- টাকা পাচ্ছে! পাট কাটলে ও ধুইয়ে দিলে ৫০০/- বা ৫৫০/- টাকা। এটাও যে ঈশ্বরের দান জমির মালিকের মধ্যদিয়ে; ঈশ্বর যে আমাকে শক্তি-সামর্থ দিয়েছেন এ বিষয়ে কি তাঁরা সচেতন? রবিবার দিন গির্জায় আসার জন্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে চেতনা জাগ্রত?

৬। পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ হও : একে অন্যের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি কত সাহায্য, উপকার, সহযোগিতা বিভিন্নভাবে: আধ্যাত্মিক, আর্থিক, বস্তুগত বা বৈসয়িক; সময়দান; বিভিন্ন প্রতিভা দ্বারা সহায়তা এবং আরো। তা পাচ্ছি পরিবারে, সমাজে, স্থানীয় মণ্ডলীতে, প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক সংস্থায় এবং আরো অনেক পরিসরে। উপকারভোগী আমরা/তোমরা/তারা আমি/সে/তুমি কি এ বিষয়ে সচেতন? স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে কত যে আধ্যাত্মিক ও পালকীয় যত্ন; আর্থিক সহায়তা, শিক্ষা-সেবা, স্বাস্থ্য-সেবা এবং আরো হাজারো উপকার পাচ্ছি সে বিষয়ে আমি/আমরা তুমি/তোমরা, সে/তাহারা কি সচেতন? চেতনা জাগ্রত? এগুলোর জন্য কি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ? শুধু মুখে নয়,

concrete কোনকিছু করে দৃশ্যনীয়ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি? পালকীয় যত্ন পেয়ে আমি/আমরা কি প্রত্যেককেই সমানভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই?

৭। কৃতজ্ঞতায় সর্বজনীনতা: সাধ্বী মাদার তেরেজা বলেন: "We all cannot do great things; but all can do small things with great love." সবাই বড় বড় কাজ করতে পারে না; কিন্তু সবাই বড় ভালবাসা দিয়ে ছোট ছোট কাজ করতে পারে। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বেলায় বড়-ছোট আবার কি? পছন্দের-অপছন্দের আবার কি? সবাই তো সেবা করছে। উপকার করছে; এমন কি একজন অতি বৃদ্ধ/বৃদ্ধাও যাজককে/সমাজ নেতাকে; অধ্যাপক-অধ্যক্ষকে আশীর্বাদ করছে; প্রার্থনা করছে। তাকে/তাদের কেন ধন্যবাদ দেব না? শক্তি-সামর্থ-সম্পদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না?

সর্বজনীনতা প্রকাশই তার/তাদের মনমানসিকতা, চেতনার মাপকাঠি। হতেও তো পারে যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কারো কারো জন্যে চৈতন্য একটুতেই যেন খুবই জেগে ওঠে; তাই প্রকাশের ধারাও উচ্চ মার্গের; আবার কারো কারো জন্য চৈতন্য যেন একেবারেই নীরব, ঘুমন্ত; বা নিজেই চৈতন্যকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি/রাখে। ঈশ্বর তো সবার জন্যেই বৃষ্টিধারা নামিয়ে আনেন! কোন পার্থক্য করেন না!

৮। পারিবারিক গঠন: প্রথমে পিতামাতাকে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের চেতনা রাখতে হবে যে পরিবার, সন্তান-সন্তানাদিসহ পরিবারের সকল সদস্য; অর্থ-সম্পদ, ভিটা-মাটি, চাকুরী, বেতন সবই ঈশ্বরের দান। তাই তাদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ: পরিবারে ধন্যবাদের প্রার্থনা; গির্জায় পরিবার থেকে অর্ঘ্যদান; এক পরিবার অন্য পরিবারকে ধন্যবাদ (তবে ব্যবসায়িক মানদণ্ডে নয়); ইত্যাদি। স্ত্রী স্বামীকে বা শ্বশুর-শাশুরীকে ধন্যবাদ জানায় সেলাম করে, উপহার দিয়ে; ভাল রান্না করে ; স্বামীও তেমনই আচরণ করেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উপহার দিয়ে, প্রশংসা করে; সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে এবং আরো। আর সন্তানেরা দেখতে পায়।

তখনই সন্তানেরা কৃতজ্ঞতার চৈতন্য নিয়ে বেড়ে ওঠে এবং তারাও ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শিখে একেবারে বাস্তবে: ওরাও গির্জায় দান দেয়। গুরু ব্যক্তিদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। পরিবারে ভাই বোনকে সাহায্য করে; বোন ভাইকে আম কেটে তিনভাগের দুই ভাগ ভাইকে দেয়; পিতামাতার জন্ম দিনে তাদেরকে এক প্যাকেট চানাচুর উপহার দেয় টিফিনের টাকা জমা রেখে; পিতামাতার বাধ্য হয়। শিক্ষক দিবসে এমন পরিবারের সন্তানেরাই তথা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই সংগোপনে উপহার (ক্ষুদ্র ও অতি সাধারণ হলেও) দেয় তাদের শিক্ষাগুরুজনদের।

"চেতনায় কৃতজ্ঞতা" এই ধারায় বেড়ে উঠার তো শেষ নেই! আমরা প্রত্যেকেরই বেড়ে ওঠার প্রয়োজন রয়েছে। চৈতন্য জাগ্রত থাকুক সবার। শুধু কৃতজ্ঞতা-ধন্যবাদ প্রকাশের বেলায়ই নয় ; ভাল-মন্দ, কথা-কাজ-আচরণে, শব্দ চয়নে আমাদের প্রত্যেকের চৈতন্য sense of good and evil যেন জাগ্রত থাকে। অনেক প্রবীণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে: আজকাল যেন পাপের চেতনা sense of sin হারিয়েই গেছে ! বর্তমানে মনে হচ্ছে "সবই চলে!" বিশেষভাবে যুবক যুবতীদের বেলায় ! এমন কি অন্যদের বেলায়-ও। ঘুমন্ত চৈতন্য জাগ্রত হউক সবারই। **(চলবে)**

বরিশাল, সাগরদীর নব্যালয়ে ১৫ জন ভাইয়ের ব্রতগ্রহণ

জনি জেমস মুর্মূ ▯ "সর্বাবস্থায় ঈশ্বরনির্ভরশীল জীবনাচরণে বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল এবং আধ্যাত্মিক চর্চায় দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন একজন সুখী সন্ন্যাসব্রতী হওয়া" এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এক বছর ধ্যান, প্রার্থনা, নিরবতা, সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের আহ্বান আবিষ্কার করে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ১৫ জন নবিস গত ১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার সকাল ৯ টায় বরিশাল, সাগরদীতে অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ নব্যালয় চ্যাপেলে ১ম বারের মত কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকট নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। প্রথমব্রত গ্রহণকারীগণ হলেন: পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার সমাজ থেকে- আনন্দ আব্রাহাম দফো (জলছত্র, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ) ইম্মানুয়েল রাফায়েল গমেজ (দিয়াং, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ) পিতর টুডু (মারিয়ামপুর, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ) রোমিও মার্সেল রোজারিও (দড়িপাড়া, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ) রিমেক্স লরেন্স কস্তা (তুমিলিয়া, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ) সুবল গ্রেগরী ত্রিপুরা (বান্দরবান, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ) এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক শাখা থেকে- ইউজিন ত্রিপুরা (থানচি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ) জনি জেমস মুরমু (সুরশুনিপাড়া, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ) তন্ময় মথি তজু (শ্রীমঙ্গল, সিলেট ধর্মপ্রদেশ) ডেভিড ত্রিপুরা (থানচি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ) নিকোলাস ত্রিপুরা (থানচি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ) পিয়াস হেবল কর্মকার (গৌরনদী, বরিশাল ধর্মপ্রদেশ) মাইকেল মার্ডী (আন্ধারকোটা, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ) সজিব জন দারিং (শ্রীমঙ্গল, সিলেট ধর্মপ্রদেশ) সৌরভ স্টিফেন চিসিক (জলছত্র, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ)। এই দিনের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি সংঘপ্রদেশপাল, যিশু হৃদয় সংঘ প্রদেশ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্রাদার লরেন্স সুবল রোজারিও সিএসসি সংঘপ্রদেশপাল, সাধু যোসেফ সংঘ প্রদেশ এবং আরো ৮ জন ফাদার, ৫ জন ব্রাদার, ৩ জন সিস্টার ও ৬ জন নবিস। খ্রিস্টযাগে উপদেশ দেন ফাদার আন্তনী সুশান্ত গমেজ সিএসসি। উপদেশে তিনি বলেন, "ঈশ্বর বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। আমরা সাধারণ ও সীমাবদ্ধ মানুষ তার ইচ্ছা সবসময় বুঝতে না পারলেও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যান। তোমরাও তোমাদের আহ্বান আবিষ্কার করতে পেরেছ। তাই তোমরা তিনটি ব্রত গ্রহণের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে জীবন উৎসর্গ করবে। খ্রিস্টযাগের পর নবব্রতধারীদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরপর দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্টস্ মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর ২২তম জাতীয় সমাবেশ

লিটন আরিন্দা ▯ গত ৮ ও ৯ অক্টোবর শুক্রবার এবং শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে **বাংলাদেশ ক্যাথলিক স্টুডেন্টস্ মুভমেন্ট (বিসিএসএম)** এর ২২তম জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন থিওফিল নকরেক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এর পরিচালক; আরএনডিএম সিস্টার সম্প্রদায়ের প্রাক্তন প্রভিন্সিয়াল সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা; বিসিএসএম এর সভাপতি প্যাট্রিক দৃশ্য পিউরীফিকেশন; বিসিএসএম জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও ৭ টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ২২ জন প্রতিনিধি। তন্নী রায় এর প্রার্থনা ও অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর আইএমসিএস এর সভাপতি রাভি তিসেরা ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে আইএমসিএস এর পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। সেই সাথে আইএমসিএস এশিয়া প্যাসিফিক এর সমন্বয়কারী উইলিয়াম নকরেক বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন ও বিভিন্ন কমিশন নিয়ে আলোচনা করেন। বিকালের অধিবেশনে বিসিএসএম সম্পর্কে সহভাগিতা করেন প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শশী সিলভেষ্টার পিরিজ। তিনি বলেন

বিসিএসএম এর ইতিহাস জানতে হবে, দায়িত্ববান হতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে। সিস্টার রেবা বলেন একত্রিত হয়ে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। চা বিরতির পর প্যাট্রিক দৃশ্য পিউরীফিকেশন বিসিএসএম এর সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা এবং স্টাডি সেশন নিয়ে কথা বলেন। পরিশেষে ক্রুশীয় আরাধনার মধ্যদিয়ে এ সমাবেশ শেষ হয়।

প্রার্থনার মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় দিনের যাত্রা শুরু হয়। সকালের নাস্তার পর জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০১৯-২০২১) তাদের কার্যক্রমের রিপোর্ট ও আর্থিক বিবরণী পেশ করেন। অতঃপর উপস্থিত সকল ধর্মপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ তাদের ধর্মপ্রদেশীয় কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করে। দুপুরের আহারের পর বিসিএসএম এর সংবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে বিসিএসএম এর জাতীয় চ্যাপলেইন ব্রাদার উজ্জ্বল বিসিএসএম এর জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন ও মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নতুন জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে সপ্নীল লুইস ক্রুশ, পলিন শ্রাবণী বাড়ৈ, অর্পণ এড্রিয়ান গমেজ, পুন্য ফ্রান্সিস রোজারিও, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ থেকে ভিক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ থেকে ফ্লেভিয়ান ডি'কস্তা ও খুলনা ধর্মপ্রদেশ থেকে সৌরভ সাহাকে নিয়ে নতুন দল গঠন করা হয়। অতঃপর ফাদার তুষার জেমস গমেজ সকলের উদ্দেশে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার মধ্যদিয়ে দুইদিনের সমাবেশের শুভ সমাপ্তি ঘটে॥

খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড গ্রন্থগুলোর আলোকে সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা ▯ গত ১১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ডের উপর সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, সেমিনারীর পরিচালকমণ্ডলী, বিভিন্ন গঠনগৃহের পরিচালক এবং দর্শন ও ঐশতত্ত্ব বর্ষের সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ। সেমিনারের শুরুতেই মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি-কে ফুলের মালা পরিয়ে এবং ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু-কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত সেমিনার পরিচালনা করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, এবং ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। দু'ভাগে ভাগ করে সেমিনার পরিচালিত হয়। প্রথম ভাগে ফাদার বুলবুল রিবেরু এবং সেমিনারের দ্বিতীয় ভাগ পরিচালনা করেন কার্ডিনাল মহোদয়। মহামান্য কার্ডিনাল গত ১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব দিনে 'বক্তব্য ও রচনা সংকলন' ''খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (প্রথম খণ্ড); প্রেক্ষিত: চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ডাইয়োসিস এবং খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রেক্ষিত: ঢাকা আর্চডায়োসিস নামে দুখণ্ডে প্রকাশনা বের করেন। দুখণ্ডে বিভক্ত প্রকাশনায় আলোকেই উক্ত সেমিনার পরিচালিত হয়। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বর্তমানে ব্রতধারী ও সেমিনারীয়ান যেন খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কাজ সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান লাভ করতে পারে। সেমিনারের শেষে মহামান্য কার্ডিনাল সবাইকে উপহার হিসেবে খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড) বই প্রদান করেন॥

জপমালা রাণী মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পর্ব পালন

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া ▯ গত ১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ রোজ রবিবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে অতি আনন্দের সাথে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা "জপমালা রাণী মা মারীয়ার" পর্ব মহাসমারহে পালন করা হয়। পর্ব উদ্‌যাপনের জন্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপে গত ১ থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত নভেনার আয়োজন করা হয়। পর্ব উপলক্ষে দিন তিনটি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার কল্লোল লরেন্স রোজারিও ও ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাইসহ ফাদার মিন্টু পালমা ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ফাদার কমল কোড়াইয়া ও ফাদার তুষার জেমস গমেজ। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকাতে পর্বীয় খ্রিস্টযাগে খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতি যথেষ্ট ছিল। আর্চবিশপ মা মারীয়ার জন্মের ঘটনা উল্লেখ করে মা মারীয়ার বিশেষ দিক নিয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন মা মারীয়া যেদিন ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্মতি দেন সেদিন থেকেই মানব জাতির জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে যায়। আর এই জন্য মা মারীয়াকে স্বর্গের দ্বার বলা হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত গমেজ খ্রিস্টভক্তদের পর্বীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন॥

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লীতে আহ্বান বিষয়ক সেমিনার

নিকোলাস বিশ্বাস: গত ১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সেমিনারী কমিশন, খুলনা এর আয়োজনে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লীতে ১১০ জন যুবক-যুবতীদের নিয়ে আহ্বান বিষয়ক সেমিনার করা হয়। উক্ত সেমিনারে মূলসুর হিসাবে ছিল, "জগৎ খ্রিস্টকে চায়, খ্রিস্ট তোমাকে চায়" মূল বিষয়টি নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার ওয়াং এসএক্স ও ফাদার জয় মন্ডল। সেইসাথে ধর্মীয় আহ্বান নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার নরেন জে বৈদ্য, পরিচালক, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারী। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফিলিপ মন্ডল। অক্টোবর মাস মা-মারীয়ার মাসে রোজারিমালা প্রার্থনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে জপমালা মাসের উদ্বোধন

যোশুয়া খংস্লিং ▯ অক্টোবর মাস হল পবিত্র জপমালা রাণীর মাস। বিগত ১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, জাফলং সাধু প্যাট্রিকের গির্জায় এই মাসের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টায়। এতে উপস্থিত ছিলেন ১জন ফাদার ও ৪০ জন খ্রিস্টভক্ত। ফাদার রনাল্ড কস্তা প্রথমে অক্টোবর মাসের তাৎপর্য, পবিত্র জপমালার তাৎপর্য ও আমাদের বিশ্বাসের জীবনে জপমালা কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। ফাদারের সহভাগিতার পর যোশুয়া খংস্লিং কেন পবিত্র জপমালা প্রর্থনা করা প্রয়োজন খাসিয়া ভাষায় তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। জপমালার বিশ্বাসের গুণে সে কিভাবে তার ব্যক্তিগত জীবনে ফল লাভ করেছে তা সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতার পর মায়ের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদর্শন করা হয় জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে। পবিত্র জপমালা প্রার্থনার পর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি তার উপদেশে বাইবেল বলেন, জপমালা প্রার্থনা হল সুন্দর একটি প্রার্থনা। এর মধ্যদিয়ে আমরা মাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই, মায়ের আশীর্বাদ লাভ করি। অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন খাসিয়াদের যে ঐতিহ্য, সাবাই সব পুঞ্জিতে সবার বাড়ীতে প্রতিদিন যে জপমালা প্রার্থনা করেন তা যেন অব্যাহত রাখেন। রাত ৯টায় এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল

সেবাষ্টিনা শাওলী বাড়ৈ ▯ পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক প্রকৃতি রক্ষনাবেক্ষণ ও সুরক্ষার্থে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বরিশাল ক্যাথিড্রাল

BCSM ও CYCB যুব সংঘের পক্ষ থেকে ১ মাস ব্যাপী বিভিন্ন যুব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে সারাদিনব্যাপী YCS গ্রুপের দেয়ালিকা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রার্থনার মধ্যদিয়ে কার্যক্রমের শুরু হয়। প্রার্থনা পরিচালনা ও রোজারিমালা প্রার্থনা সম্পর্কে সহভাগিতা করেন সিস্টার বীনু পালমা এলএইচসি। ওয়াইসিএস কি এবং এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহভাগিতা করেন এ্যান্টনী সৈকত গাইন। পরবর্তীতে দেয়ালিকা উন্মোচন করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা দেয়ালিকার মাধ্যমে পালকীয় মূলভাব সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্ন এবং ভাই-বোন সকলের অংশগ্রহণ তুলে ধরেছে। সৃষ্টির যত্ন সম্পর্কে সহভাগিতা করেন ফাদার লরেন্স লেকাভালি গমেজ। ফাদার তার সহভাগিতায় বলেন, আমরা কিভাবে পরিবেশের প্রতি আরো যত্নশীল হতে পারি এবং অন্যকে সচেতন করতে পারি।

অংশগ্রহণকারীরা দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি সেলে আগামী ৪ মাসের জন্য ৪টি কার্যক্রম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় ধর্মপল্লীর ৫টি সেল (নবগ্রাম, কাশিপুর, কাউনিয়া, সাগরদী ও উদয়ন স্কুল) থেকে মোট ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে প্রতিটি সেলে গাছ উপহার দেওয়া হয়। পরিশেষে, খ্রিস্টযাগ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ডাকঘরঃ জোনাইল, উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর, বাংলাদেশ

রেজিঃ নং ৭০/৬৮, সংশোধিত রেজিঃ নং ০২/০৬, মোবাইলঃ ০১৭১২ -৪৬৯৮৯৮

সুত্র নং JCACCUL/Sc/(064) 2021-2022 তারিখ : ১৪/১০/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি. এর সম্মানিত সদস্যা-সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কার্যালয়ে নিম্নে উল্লেখিত পদে শর্তানুযায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম :** একাউন্টস কর্মকর্তা (১ জন) **বয়স** : ২৫ থেকে অনুর্দ্ধ ৩৫ বছর । তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথীলযোগ্য। **বেতন** : আলোচনা সাপেক্ষে।	✓ যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নূন্যতম ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-সহ স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ✓ মাইক্রোসফট অফিস ও মাক্রোসফট এক্সেল সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ✓ সৎ, চরিত্রবান, উদ্যোমী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। ✓ বাইসাইকেল/ মোটর সাইকেল চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে। ✓ যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে। ✓ অফিসের প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় এবং ফিল্ডেও কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
২) **পদের নাম : সিনিয়র আইটি অফিসার (১ জন)** **বয়স** : ২৫ থেকে অনুর্দ্ধ ৩৫ বছর । তবে দক্ষ/ ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথীলযোগ্য। **বেতন** : আলোচনা সাপেক্ষে	✓ যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে নূন্যতম ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-সহ স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। ✓ মাইক্রোসফট অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্ট) প্রোগ্রামে দক্ষতা থাকতে হবে। ✓ কম্পিউটার ট্রাবলসুটিং-এ দক্ষ হতে হবে। ✓ ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং- এর ধারণা থাকতে হবে। ✓ সৎ, চরিত্রবান, উদ্যোমী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। ✓ অফিসের প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় এবং ফিল্ডেও কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. প্রার্থীকে বোর্ণী মিশনের স্থায়ী বাসিন্দা ও অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ের নিয়মিত সদস্য হতে হবে।
২. প্রার্থীর আবেদনপত্রসহ জীবন বৃত্তান্ত দিতে হবে।
৩. প্রার্থীর সদ্য তোলা দুই (২) কপি ছবি (পাসপোর্ট সাইজ) সংযুক্ত করতে হবে।
৪. প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সার্টিফিকেটের ফটোকপি (সত্যায়িত) দিতে হবে।
৫. প্রার্থীর জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত) দিতে হবে।
৬. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারি/সুপারিশকারি প্রার্থী সংশ্লিষ্ট পদের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
৭. ক্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮. আবেদনপত্র **আগামী ০৭/১১/২০২১ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অফিস চলাকালীন সময়ে অফিসে জমা/ডাকযোগে/ই-মেইল এ পাঠাতে পারবেন।
৯. প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন প্রকারের ভাতা প্রদান করা হবে না।
১০. কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

আবেদনের ঠিকানা : বরাবর, চেয়ারম্যান, জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি., ডাকঘরঃ জোনাইল, উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। ই-মেইল ঠিকানাঃ **jcaccul@yahoo.com.**

বি.দ্রঃ বোর্ড নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।

চেয়ারম্যান
জো.খ্রী.এগ্রি. কো.ক্রে.ইউ.লি.
জোনাইল, বড়াইগ্রাম, নাটোর ।

সেক্রেটারি
জো.খ্রী.এগ্রি.কো.ক্রে.ইউ.লি.
জোনাইল, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নং: দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২১-২০২২/৩৫০ তারিখ: ১৭ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা- এর জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র:	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	আইন অফিসার	০১	অনুর্দ্ধ ৪০ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম এল.এল.বি. সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। এল.এল.এম সনদপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। - সমমর্যাদার পদে কমপক্ষে ৫ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - প্রতিষ্ঠানের আইনি স্বার্থ রক্ষা, মামলা পরিচালনা করা, মর্টগেজকৃত জমির কাগজপত্র যাচাই, রেজিষ্ট্রি, পাওয়ার অফ এটর্নী দলিল সম্পাদন, জমি রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম সম্পাদন, চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ, লিগ্যাল নোটিশ ড্রাফট করা, চেকের মামলা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা এবং ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। সমবায় ও ব্যাংকিং আইন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। - প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে গিয়ে কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার চালনায় (এম.এস.অফিস) পারদর্শী হতে হবে।
০২	ট্রেইনী অফিসার	০৯	অনুর্দ্ধ ৩০ বছর	পুরুষ /নারী	আলোচনা সাপেক্ষ	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন / বানিজ্য বিভাগে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। তবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। - ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - কম্পিউটার (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা অত্যাবশকীয়।
০৩	ক্লিনার	০৩	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ /নারী	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০৪	ইলেক্ট্রিশিয়ান	০২	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- ইলেকট্রিকাল ট্রেড কোর্স/ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শী হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী:-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসমস্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকায় যে কোন জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৮। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৯। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১০। আবেদন পত্র আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
১১। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারী-দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/২৯১/২১

ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন
FR. CHARLES J. YOUNG FOUNDATION

স্থাপিত ঃ ১৭ আগস্ট, ২০১৯, Estd. 17 August, 2019, Reg. No: S-13463/2020

সূত্র নং:এফসিজেওয়াইএফ/সেক্রেটারি/২০২১/১/৩৭ তারিখ: ১৭ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক ''স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সি এস সি" এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষে প্রতিষ্ঠিত ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে আগামী ১৪ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ফাদারের মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও জনসাধারণের মধ্যে তাঁর আদর্শ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে এক **রচনা প্রতিযোগিতার** আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়ম-কানুন নিম্নে বর্ণিত হল:

গ্রুপ এর নাম	বিভাগ	বিষয়	শব্দ সীমা
গ্রুপ- এ	৯ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি	ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের পথিকৃৎ ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং সি. এস. সি	১০০০ শব্দের মধ্যে
গ্রুপ- বি	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ	ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং সি. এস. সি এর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবয়নে আমাদের করণীয়	২০০০ শব্দের মধ্যে

নিয়মাবলী:

১. উক্ত প্রতিযোগিতায় উপরোক্ত বিভাগ অনুযায়ী যে কোন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী (জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে) সকলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
২. অংশগ্রহণকারীদের উপরোক্ত বিভাগ অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়ের উপর রচনা লিখতে হবে।
৩. রচনাটি প্রমিত বাংলায় হাতে লিখে অথবা Microsoft word -এ কম্পোজ করে 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা' এর যেকোন সেবা কেন্দ্রে অথবা স্ক্যান করে ইমেইল এ প্রেরণ করতে হবে।
ই-মেইল আইডি- info@fryoungfoundation.org
৪. মূল রচনার সাথে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড -এর ফটোকপি ও ব্যক্তিগত/পরিবারের ফোন নম্বর অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।
৫. রচনা জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ৭ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।
৬. ১১ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বিজয়ীদের ফলাফল ই-মেইল/ফোন/ এসএমএস -এর মাধ্যমে জানানো হবে।
৭. পুরষ্কারপ্রাপ্তদের রচনা সমবার্তা/ডিসিনিউজ অনলাইন এ প্রকাশ করা হবে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান:

১৪ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল৫:০০ মিনিটে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা' এর প্রধান কার্যালয়ের বি.কে গুড কনফারেন্স হলঘরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

পুরষ্কারসমূহ:

১ম পুরষ্কার - ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা সমমূল্যের প্রাইজবন্ড।
২য় পুরষ্কার - ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা সমমূল্যের প্রাইজবন্ড।
৩য় পুরষ্কার - ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা সমমূল্যের প্রাইজবন্ড।

ধন্যবাদান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
চেয়ারম্যান
ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন।

লিটন টমাস রোজারিও
সেক্রেটারি
ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন।

বিজ্ঞ/২১১/২১

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- কাথলিক ডিরেক্টরী
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি) , দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২২ (Bible Diary - 2022), বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২২ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন বিষয়ক

বিশেষ ঘোষণা

সম্মানিত সুধী,

সমগ্র জাতির সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে রোজ শনিবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। এই মহতী কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি গঠিত হয়েছে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপনের জন্য নানামুখী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সারাদেশে খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজে চার লক্ষ বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচী সম্পন্নের পথে। তথ্যমূলক একটি পুস্তক ও স্মরণিকা প্রকাশ, খ্রিস্টান (কাথলিক) মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরী ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মারক/স্মৃতি সংগ্রহের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত করতে সকল স্তরের ব্যক্তিবর্গের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোতে খ্রিস্টান (কাথলিক) মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্যদান, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মারক/স্মৃতি জমা, মুক্তিযুদ্ধকালীন মিশনারীদের অবদান সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যদান, নৈতিক এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে আপনিও এ কর্মযজ্ঞে শরীক হতে পারেন।

দেশগড়ার কাজে অতীতের মতো বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও আমরা নিবেদিত হবো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে একতা ও মিলন দৃঢ় হোক।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
সভাপতি

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, সমন্বয়কারী
ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া, সেক্রেটারী

বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন কমিটি

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা-৩৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 39
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা-৩৯
Regd. No. DA-33
❖ 24 - 30 October, 2021, ৯ - ১৫ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ) বুক্ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org